নব মল্লিকা।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত।

প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৬৯ নং. আপার চিৎপুর রোড, আর্টিষ্ট প্রেসে

শ্রীহারিলাল রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২৬ নং ঝামাপুকুর লেন ও কলিকাতার সকল পুস্তক বিক্রেতালয়ে প্রাপ্তব্য।

১২৮৯

১লা ভাদ্র।

পরমপূজ্য অগ্রজ প্রতিম

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার।

দাদা!

যে চরণে মনোপ্রাণ অর্চ্চি থাছে দাস,
অর্চ্চিল নব-মল্লিকা সেই পদে তব।
মাধুরী বিহীন এই কুসুম নীর্ব্বাস,
স্নেহের 'বামার' মনো-উদ্যান সম্ভব।
হের হে! কৃপাম্বু চক্ষু সদা যথাদাসে,
হের ইহা তদরূপ সস্নেহ উল্লাসে।
করিবারে বালকের সন্তোষ সাধন,
আহরিত পথ-তৃণ করহ গ্রহণ।

শ্যামাচরণ।

নব-মল্লিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী তীর।

তটাসনে সমাসীন যুবা দুই জন,

মোহিত [illegible] হেরি, স্তিমিত নয়ন।

দিবা প্রায় অবশেষ! দিনমণি অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইয়া পবনযানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা নগরী কলরবে পরিপূর্ণ। কোথাও শকটের নিনাদ; কোথাও ঘোটকের হ্রেষারব, কোথাও নগরবাসীদিগের কলশব্দ; কোথাও পথিপার্শ্বস্থ সুরম্য হর্ম্যে শকট নিনাদের প্রতিধ্বনি। নগরীর পশ্চিম প্রান্তে পূত ধারাময়ী তটিনী মন্দাকিনী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছে। জাহ্নবী তীরে, দুই জন যুবা পুরুষ সুশীতল সলিল-কণবাহি বিমল মারুত সেবায় অনুরক্ত হইয়া ইতঃস্তত সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের উত্তরীয় বসন পরম্পরা মৃদুমন্দ মলয়ানিল সংযোগে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাঁহারা নিজ নিজ আত্মীয়গণের নাম উচ্চারণ করত, আপন আপন বংশের ধৈর্য্য, বীর্য্য, ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কখন বা, কোন কোন স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের আখ্যা প্রসঙ্গে, তাঁহাদিগের চিরস্মরণীয় গ্রন্থ পরম্পরার গুণানু ব্যাখ্যাকরত, আনন্দরসে অভিষিক্ত

হইতেছেন। এই রূপে মৃদুমন্দ পাদ পরিচালন করিতে করিতে, তাঁহারা তটিনীর এক সোপানময়ী ঘাটের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই, প্রবলবেগে প্রাকৃতিক বায়ু বহিতে লাগিল। সন্ধ্যা যেন বায়ু ভব করিয়া, দশ দিককে তিমিরজালে আবৃত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগমে কলিকাতা-নগরী এক অভিনব শোভায় সুশোভিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ বাষ্পোৎপাদিত আলোকাবলি, প্রজ্জ্বলিতভাবে, মহামূল্য হিরক-খচিত রত্নমালাকে বিনিন্দিত করত, যামিনী সতীর গলদেশ স্পর্শী হইয়া, অসীম শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। সহরান্তঃপাতি দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেবালয় সমূহে ধূপ, ধুনা, কর্পূর ইত্যাদি আরতীয় গন্ধ দ্রব্য সকল প্রজ্বলিত হইয়া, দশদিকে পরিমল বিতরণ করিতে লাগিল। আবাস ভবন মাত্রে দীপাদি বিবিধ আলোক, জ্বালিত হইতে লাগিল। শ্রমজীবিগণ, শ্রম শেষ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ, সন্ধ্যা গায়ত্রী আরম্ভ করিলেন। কাপালিকগণ, নরকপাল নির্ম্মিত বেদিরোপরি উপবিষ্ট হইয়া, অস্থিমালা ধারণ করত তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র সহকারে, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত বিশারদগণ, গীতালোচনা আরম্ভ করিল। শান্তিরক্ষকগণ, আপন আপন উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, সতর্কতা সহকারে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। সাহজনগণ, ঘোটকে আরোহণ করিয়া, চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অতীত বাসন্ত ত্রয়োদশী, রজনী ঘোর অন্ধকার, অন্ধকার রজনীতে আদিত্য সমপ্রভ বাষ্পালোক প্রকাশে যে অদ্ভুত শোভা সম্পাদিত হইয়াছে, সুরসিক পাঠক! অনুমানেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এদিকে যুবকদ্বয় সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া, জাহ্নবীগর্ভে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত, অনন্যমনে ভাগীরথীর ভূরি ভূরি শোভা বিলোকন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পরক্ষণে স্রোতস্বিনী জাহ্নবী, যেন এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশে জাহাজ, বাষ্পীয়পোত, নৌকা, জালিবোট, পান্সী, বজ্‌রা প্রভৃতি নানাবিধ সলিলযান ভাসিতেছে। কোন কোন তরণী, পোত বাহকদিগের চালনা ক্রমে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে। চালনাক্রমে কোন কোন তরি, নিম্নদিক হইতে উর্দ্ধমুখে গমন করিতেছে। যানোপরিস্থ আলোকাবলি, জলে প্রতিবিম্ব প্রতিঘাৎ করিয়া, নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রাবলিকে বিনিন্দিত করত, নদীগর্ভে স্বর্গীয় শোভা সংস্থাপন করিয়াছে। কোন কোন যানের আলোক মালা, সুচঞ্চল উর্ম্মি সহযোগে, জলমধ্যে, জলদাবৃত অচিরাংশু জ্যোতির ন্যায়, কখন নিকটে আসিতেছে, কখন অদৃশ্য হইতেছে, কখন বা পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপথের পথিক হইতেছে। কোন কোন যানের আরোহীগন, রাম্‌কী-জয় রাম্‌কী-জয় বলিয়া, আনন্দধ্বনি করিতেছে। আরোহীগণের কণ্ঠোচ্চারিত আনন্দধ্বনি, শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করত, শ্রোতৃবর্গের চিত্তক্ষেত্রকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেছে। পাঠক! এ সময় আপনি যদি জাহ্নবী তীরে উপস্থিত থাকিতেন, তবে অবশ্যই মোহিত হইতেন এই অনির্ব্বচনীয়, অমল, অপূর্ব্ব শোভা বিলোকন করিলে, যোগী হউন্; ঋষি হউন্; কাপালিক হউন্; বৈষ্ণব হউন্; বা বৈখানসই হউন্; নিঃসন্দেহ মোহিত হইবেন।

উপবেশকদ্বয় জাহ্নবীর দিকে অক্ষি বিস্ফারিত করিয়া, তটিনীর বিমল উর্ম্মি শোভা বিলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে, পশ্চাতে অকস্মাৎ অলঙ্কার বিভূষিতা রমণীজনের পদশব্দ হইতে লাগিল। শ্রবণমাত্র তাঁহারা জাহ্নবী হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া, পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে শক্ত হইতেছেন না। গ্রাম নিবাসী দলাধিপতিরূপ সভ্যতানুরাগ, স্ব স্ব দলভুক্ত বাকপটুতাকে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিবারণ করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা বাক্যালাপ করিতে পারিতেছেন না। "রে সভ্যতানুরাগ! ক্ষান্ত হও, আর বিপক্ষতাচরণ করিও না। দলাধিপতিত্বের প্রশংসা নাই, এখন নিরাশ্রয় হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে; নতুবা স্বদলভুক্ত সভা এখনই অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আলাপ।

ভাস্ হেরি ভাস্ত বাক্য মিলিল নয়ন,

প্রিয় সদালাপ ক্রমে প্রিয় সম্ভাষণ।

যুবা প্রথমত আপন চিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া, সহচরী রূপিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুন্দরী! অনুমানে বুঝিতেছি আপনারা ভদ্রকুল-সম্ভবা কামিনী। কিন্তু, কি কারণে এই অন্ধকার রজনীতে জাহ্নবী তীরে আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না? যদি কারণ প্রকাশ করিতে কোন আপত্তি না থাকে, তবে পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করুন।

সহচরী কহিলেন, মহাশয়! আমরা গঙ্গা দর্শন করিতে আসিয়াছি।

যুবা কহিলেন, দিনমানে না আসিয়া রজনীতে জাহ্নবী দর্শনে আসিবার ফল কি?

সহচরী বিনয় নম্র বচনে কহিলেন মহাশয়? যেখানে ত্রিপথগামিনী গিরীন্দ্র-তনয়া-দেবী-ভাগীরথী অধিষ্ঠিতা, সেখানে আসিবার কি আবার সময় অসময় আছে? আমরা যখনি আসি না কেন, আমাদের সকল সময়ই সমান ফল প্রদান করে। বিশেষত আমরা ভদ্রকুলোদ্ভবা, দিবাভাগে জনপূর্ণ রাজপথে বহির্গত হওয়া ভদ্রকুলোদ্ভবাদিগের ক্ষমতার অতীত কর্ম্ম। এক্ষণে আমাদিগের এই নিবেদন, আপনারা দর্শন দান করিয়া যেমন আমাদের

নয়নকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তদ্রূপ, পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগের মনকে পরিতুষ্ট করুন।

যুবা আত্ম প্রকাশ করিতে অসম্মত। যে প্রকারে হউক পরিচয় প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিব, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পরিশেষে বিনয় নম্র বচনে কহিলেন প্রিয়ম্বদে! পরিচয় প্রদানে আমার অনেক প্রতিবন্ধক আছে। পরিচয় দানে আমার যে প্রতিবন্ধক, আশা করি আপনাদিগের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে। এক্ষণে আমি পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম; কিন্তু অনুকূলা হইলে আপনি মুক্তকণ্ঠে পরিচয় দিতে পারেন।

সহচরী কহিলেন নরোত্তম! স্ত্রীলোকের আবার পরিচয় কি? ক্ষমবান যদি অক্ষম? তবে অক্ষমা কি রূপে সক্ষম হইবে? পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীবৎ অন্তঃপুরে বাস করা যাহাদের ধর্ম্ম, তাহারা কেমন করিয়া আত্ম প্রকাশ করিবে? কুলস্ত্রী হইয়াও যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা আবার কি বলিয়া পরিচয় দিবে? বিধাতা যে দিনে স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম উচ্চারণে অনধিকারিণী করিয়াছেন, সে দিনে কি আর তাহাদের পরিচয় দানের ক্ষমতা রাখিয়াছেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই দিনে তাহাদের পরিচয় দানের কণ্ঠও অবরুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি উপরোধ করিলে অরোধ কণ্ঠ কোথায় পাইব?

শ্রবণ মাত্র যুবা অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং কুঞ্চিত নয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কহিলেন অনিন্দিতে, তবে একান্তই কি পরিচয় প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন?

চতুরা সহচরী চাতুরী প্রকাশ করিয়া কহিলেন মহাশয়! এটি আমাদের মনোকল্পিত অস্বীকার নহে, এ বিধাতার অস্বীকার।

যুবা কহিলেন বিধাতা! বিধাতা আবার কে?

সহচরী কহিলেন, "মহাশয়! বিধাতা বলিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন না। তবে এইমাত্র বলি, যাহার নিয়মে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয় তিনিই বিধাতা; এবং তাঁহার নিয়মকেই বিধান কহে। (প্রকৃত প্রস্তাবে, বিধাতা বিশ্ব-বিধান-কর্ত্তা, প্রকৃতি-ভর্ত্তা, জীব মাত্রের-জীবনদাতা ও পালন কর্ত্তা।— পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী-পুরস্কার ও পাপের অনুরূপ দুঃখ প্রদাতা; এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডতলের অধিস্বামী।)

যুবা কহিলেন "প্রিয়ম্বদে! বিবাহ কি বিধি-বোধিত কর্ম্ম?"

সহচরী সবিস্ময়ে কহিলেন, "কেন মহাশয়! আপনি যৌবনভূমিতে পাদার্পণ করিয়াও, একাল পর্য্যন্ত কি ছায়ামণ্ডপে পদার্পণ করেন নাই?"

এদিকে অবগুণ্ঠনবতী ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত একবারে মোহিত হইয়াছে: তিনি অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অক্ষি বিস্ফারিত করিয়া, সতর্ক নয়নে যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। (সান্ধ্য গগনে পূর্ণচন্দ্রমাকে অবলোকন করিলে দুস্তর জলনিধি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যুবকের হাস্যপূর্ণ আস্যমণ্ডল অবলোকন করিয়া কৈশোরীর আনন্দ পয়োধিও তদ্রূপ উথলিয়া উঠিয়াছে।) পলেকের জন্যও তাঁহার অদর্শন সহ্য করিতে পারিতেছেন না; প্রণয়ানুরাগ অতিশয় বলবতী হইয়াছে। তিনি পলকশূন্য-নয়নে যুবককে অবলোকন করিতে করিতে আনন্দসাগরে অবগাহন করিতেছেন।

কৈশোরীর সতর্কতা অধিকক্ষণ থাকিল না। অত্যল্পকাল মধ্যেই, তাঁহার সহচরী তাঁহার অনুরাগ টের পাইলেন; এবং উপহাসপ্রসঙ্গে জনান্তিকে কহিলেন, "চন্দ্রমে! উপাসনা কখন নিষ্ফল হয় না; ভক্তি-পাদপ কোন কালে-নয় কোন কালে, অবশ্যই ফলবতী হয়। বাল্যাবস্থা অবধি তুমি জাহ্নবীপরায়ণা, সেই জন্যই ভীষ্ম-জননী তোমার প্রিয় সম্মিলনের সংযোজনা

করিতেছেন। সম্মুখে তোমার প্রিয়জন; শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নহে, অতএব উপাস্যদেবী সম্মুখেই পরিণয় কার্য্য সমাপিত হউক।”

শ্রবণমাত্র চন্দ্রমা অতিশয় ক্রোধান্বিতা হইলেন, এবং সক্রোধ-মৃদু-বচনে কহিলেন “প্রেমদে! এই কি তোমার স্নেহের পরাকাষ্ঠা? প্রেমদে! তুমি কি মনে কর বিষফোটকের উপর যষ্টি আঘাত করিলে যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়? না কি অঙ্গের মাংস লবন করিয়া ক্ষত-স্থলে লবণ লেপণ করিলে জ্বালার অবসান হয়? যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তবে কুসংস্কার-জ্ঞানে সে সংসারকে পরিত্যাগ কর। পোষ্য-জনকে পরিতপ্ত করিলে, অনুতাপ ভিন্ন আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে না।”

প্রেমদা চন্দ্রমাকে আপন গর্ভ-সম্ভূতা দুহিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার বয়স প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বৎসর হইবে, কিন্তু, একাল পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র কন্যা হয় নাই। তাঁহার স্বামী দেশান্তরী; তদ্‌বিরহে তিনি মৃতাপার গর্ভস্থ তুষানলের ন্যায়, সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছেন। চন্দ্রমার মাতা ও চন্দন ভিন্ন তাঁহার অন্য কেহই নাই। তিনি চন্দ্রমার মাতুলানী; চন্দ্রমা যদিও তাঁহার গর্ভ-সম্ভূতা ছিলেন না বটে, কিন্তু, তিনি তাঁহাকে গর্ভ-সম্ভূতা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন; এবং চন্দ্রমাও তাঁহাকে ভক্তিতে জননী ও ব্যবহারে সহচরী বলিয়া জানিতেন। সহসা সেই সারল্যের-সুপ্রতিমা-রূপিণী স্নেহের চন্দ্রমা, বিপরীত ভাবাপন্না হইয়াছে দেখিয়া, তিনি যার পর নাই চঞ্চল হইলেন।

(সংসারে এমন কেহই নাই, যিনি চিন্তা রাক্ষসীর ভীষণ হস্ত হইতে এক দিনের জন্যও অব্যাহতি পাইয়াছেন।) প্রেমদা চিন্তায় আকুল হইলেন, তিনি ভাবিলেন, চন্দ্রমা যে যুবকের একান্ত অনুরাগিনী, লক্ষণেই তাহার পরিচয় দিতেছে। আবার ভাবিলেন, তবে কেমন করিয়া এই হস্ত সমর্পিতা বালাকে আবাস ভবনে লইয়া যাইব, ও কেমন করিয়া ইহাদিগের নিকট

হইতে বিদায় হইব। এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে যুবাকে কহিলেন, "মহাশয়! রজনী প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। আমরা স্ত্রীজাতি, বিশেষতঃ বয়স্থা; বাতাঘাতে কার্পাস উড্ডীন হইতে বিলম্ব হয়, তথাপি আমাদের সুখ্যাতি নষ্ট হইতে বিলম্ব হয় না।—"

প্রেমদা আতঙ্কে কম্পিতা হইয়াছেন; তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি স্থগিত হইয়াছে; ওষ্ঠদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জড়ীভূত হইতেছে; দেহ-সম্ভূত হিরণ্যকান্তি, প্রাতঃসাময়িক কুমুদ কুসুমের ন্যায়, জ্যোতিরূপ ছটা সঙ্কুচিত করিয়া মলিনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে; তিনি ভীরুতাভিভূতা হইয়া চোরজনের ন্যায়, কুঞ্চিত-নয়নে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন। এতদ্দর্শনে যুবকের অন্তরে সঙ্কোচের উদয় হইল। তিনি বিনয়পূর্ণ বচনে কহিলেন, "সুন্দরী! আপনারা ভীতা হইবেন না। আপনাদিগের অন্তর মধ্যে যদি ভয়ের উদয় হইয়া থাকে, তবে সেই অকারণ ভয়কে অন্তর হইতে অন্তর করুন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমি ও আমার প্রিয় সুহৃদ সতীশচন্দ্র, আমরা উপস্থিত থাকিতে, আপনারা কদাচই বিপদগ্রস্ত হইবেন না। আর ইহাও নিশ্চয় জানিবেন, মনোমোহন বসুর জীবন-বৃন্তকে বিপদরূপ কালকীটে যাবৎ পরিচ্ছেদিত করিতে না পারিবে, তাবৎ আপনাদিগের পদে বালুকাকণাও বিন্ধিবে না।"

প্রেমদা কহিলেন, "মনোমোহন! আমরা কোন শারীরিক আঘাতের আশঙ্কা করিতেছি না। কাল্পনিক কলঙ্ক ভয়েই, আমাদিগের অন্তর-আত্মা কম্পিত হইতেছে।"

মনোমোহন সক্রোধে কহিলেন "কলঙ্ক! কে রটিবে? কলঙ্ক আকাশ সম্ভব নহে, পাপরূপ বিটপী হইতেই কলঙ্ক ফলের উদ্ভব হয়। আপনাদিগের অন্তর যদি নিষ্পাপ থাকে, তবে কে কলঙ্ক রটিবে? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, অগ্নিস্পর্শ না করিলে পাদপ যেমন অঙ্গার রূপ ধারণ করে না, তদ্রূপ পাপরূপ

বিষমানলে দগ্ধ না হইলে মানব কখনও কলঙ্ক কালিমায় আবৃত হয় না।"

যুবাকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া প্রেমদা আরও কুণ্ঠিতা হইলেন। সহসা তিনি কেন ক্রোধান্বিত হইয়াছেন তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বিনয়-পূর্ণ বচনে কহিলেন, "ধীমান! আপনি রাগান্বিত হইতেছেন কেন? আপনাকে ক্রোধ পরবশ দেখিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে অতিশয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা স্ত্রীজাতি, আমাদিগের অন্তর ভীরুতার আবাস ভূমি স্বরূপ। বিশেষত আপনি অপরিচিত অপরিচিতকে ক্রোধ পরবশ ও অপরিচিতের হস্তে বেত্রগাছ দর্শন করিলে, স্ত্রীলোকের যে কতদূর ভয়ের সম্ভাবনা, তাহা বলিতেও ভয়ের উদয় হয়। অধিক কি বলিব অন্তরের বেদনা অন্তর-যামীই জানিতেছেন।--"

মনোমোহন কহিলেন, "অনিন্দিতে। আমি আপনাদিগের শত্রু নিবারণের জন্যই বেত্রগাছ ধারণ করিয়া থাকি, আপনাদিগকে আঘাত করিবার জন্য নহে"

শ্রবণমাত্র প্রেমদা বিস্ময়ীভূতা হইলেন, তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যাহার সঙ্গে আবাস-ভবনে, কুটুম্বালয়ে, উৎসব-প্রদেশে, পথে অথবা স্বপ্নেও কখন সাক্ষাৎ নাই, সেই চির অপরিচিত ব্যক্তি বৈরী বিনাসে যত্নবান হইবার কারণ কি? অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনারা আমাদিগকে কি আর কোথাও দেখিয়াছেন? অথবা কাহার প্রমুখাৎ কি আমাদিগের পরিচয় অবগত আছেন?"

মনোমোহন কহিলেন, "না"।

তচ্ছ্রবণে প্রেমদার আরও বিস্ময় জন্মিল, তিনি বিনয়পূর্ণ মধুরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমরাই যদি আপনকার অপরিচিত, তবে আমাদিগের

শত্রুকুল কেমন করিয়া আপনকার নিকটে পরিচিত হইবে? মহাশয় আপনি কি উপহাস করিতেছেন নাকি?"

মন্মোহন কহিলেন, "সুন্দরী! আমি পরিহাস করিতেছি না, পরিহাস করা আমার অভ্যাস নহে। যথার্থই বলিতেছি, মিথ্যাপবাদ-ঘোষী পরন্তপ-দিগের দুরভিসন্ধির তৃপ্তি নিবারণ করিতে আমার মনোবৃত্তি সমুদয় যেমন তৎপর, প্রলয় সময়ের জলদরাজি ও ঝটিকা সময়ের প্রবল বাতাস ততদূর তৎপর গমনে সক্ষম কি না সন্দেহ। আপনার প্রতিই হউক, অথবা অন্যের প্রতিই হউক, যে কেহ অত্যাচার করিবে, সাধ্যপক্ষে সে কখন আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, অবশ্যই প্রতিফল পাইবে। আমার বিশ্বাস, কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে শাসিত করিয়া না রাখিলে, দেহ ও পুষ্পগণ যেমন শ্রীভ্রষ্ট হয়, —কণ্টকী তরুকে যত্নে উন্মূলিত না করিলে উদ্যান যেমন শ্রীভ্রষ্ট হয়; —কদাচারপ্রিয় নিচাশয়দিগকে শাসিত করিয়া না রাখিলে গ্রাম নগরও তদ্রূপ শ্রীভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আপনি নিশ্চয় জানিবেন দুরাত্মা লোকেরাই মানবকুলের শত্রু, এবং দুষ্টের দমন আমার প্রকৃতি সিদ্ধ, সেই জন্যই আপনাদিগের শত্রু নিবারণে দেহশোণিত ধারণ করিয়াছি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

(উচিত বাক্যে কেহই অসন্তুষ্ট নহে, ভ্রমসঙ্কুল হইয়া অনুচিত কার্য্যকে উচিত বলিয়া বিবেচনা করিলে, বাক্যান্তরে তাহার সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারিলে সে অবশ্যই স্বীকার করিবে। বিশেষত আপনার কার্য্য অনুচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে লজ্জিত হওয়া, সভ্য জগতের স্বভাব। তবে ভ্রম ও অভিমানান্ধ হইয়া যে কেহ তাহাতে রোষ প্রকাশ করে, সে নির্ব্বোধ।) যুবকের বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রমদা লজ্জিত হইলেন, এবং লজ্জাবনত বদনে কহিলেন, "নরোত্তম! আপনি যে বিপদের আশ্রয়

স্বরূপ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। পূর্ণচন্দ্রের বিমল চন্দ্রিকা পতিত হইলে সরসী যেমন আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে; আপনকার অধর নিস্থত বিমল চন্দ্রিকারূপ বাক্য বিনাসে, আমরাও তদ্রূপ চরিতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে মিনতি এই, আমরা অকৃতজ্ঞা বলিয়া যেন আপনকার নিকটে ঘৃণিতা না হই।”

যুবা সরস বচনে কহিলেন, “সুন্দরী! মনেও ভাবিবেন না যে, আমি আপনাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিব। আপনারা যদিও আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হইলেন বটে, কিন্তু, ত্রিলোকের জন্যও আমার অন্তর হইতে অন্তর হইতে পারিবেন না।

বিনয়ীগণ, বিনয়ের-বশবর্ত্তী; গৃহস্থগণ, সংসার-বশবর্ত্তী; সাধুগণ, উপকারের-বশবর্ত্তী; সভ্যগণ, সম্ভ্রমের-বশবর্ত্তী; বিদেশীগণ, বিরহের-বশবর্ত্তী; বিদ্যানুরাগীগণ, পাঠাভ্যাসের-বশবর্ত্তী; দরিদ্রগণ, দারিদ্রের-বশবর্ত্তী; অলসেরা, অভাবের বশবর্ত্তী; ভৃত্যগণ, প্রভুর-বশবর্ত্তী; চৌরগণ, দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী; বালকগণ, জননীর-বশবর্ত্তী; মত্তগণ, মাদকের-বশবর্ত্তী; স্ত্রৈণগণ, প্রণয়িনীর-বশবর্ত্তী; জাগ্রতগণ, চিন্তার-বশবর্ত্তী; কিন্তু সময় কাহারও বশবর্ত্তী নহে। স্রোতস্বিনীর খর-প্রবাহ অপ্রতিহত রূপে ধাবিত হইয়া, অহরহ যেমন জীবনসাগরে পতিত হয়; এই সময়ও তদ্রূপ পল, অনুপল, ও বিপল রূপে ধাবিত হইয়া অহরহ অনন্তকাল সাগরে পতিত হইতেছে। কোটী কোটী মুদ্রা ও কোটী কোটী লোকের জীবন পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেও অমূল্য সময়ের এক পলও প্রতি-নিবৃত্ত হয় না। (তিনিই ধন্য; যিনি এই এই অমূল্য সময়কে অকারণে নষ্ট না করিয়াছেন) এক পলের পর আর এক পল আসিল; এক দণ্ডের পর আর এক দণ্ড উপস্থিত হইল, এই রূপে রজনী প্রায় প্রহরের নিকটে উপস্থিত, রাজপথ জনশূন্য হইতেছে; শকটাদি

আর দৃষ্ট হইতেছে না ; যানোপরিস্থ আরোহীগণও গতক্লম হইয়া নিদ্রার অঙ্কে শয়ন করিতেছে। এতদ্দর্শনে প্রেমদা বিনয়পূর্ণ বচনে কহিলেন, "মহাশয়! রজনী অধিক হইতেছে, আমাদিগের গমন প্রতীক্ষায় বাটীর সকলে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন ; অতএব আমরা আজিকার মত বিদায় হই।"

মন্মোহন কহিলেন, "সুন্দরী! আজিকার মত কেন জনমের মতই বলুন না।"

প্রেমদা। "কেন মহাশয়?"

যুবা। "অনিন্দিতে! আজি ভিন্ন এ জনমে আপনাদিগের দেখা আর কোথায় পাইব।"

প্রেমদা। "এই জাহ্নবী তীরে।"

যুবা। "কত দিনে।"

প্রেমদা কহিলেন, "আজি হইতে পক্ষান্তরে আমরা এই রূপ সময়ে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইব। আমি নিজমুখে আত্ম প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই জন্য আপনি বিশেষ পরিচয় পাইলেন না। এক্ষণে এই মাত্র পরিচয় দিতেছি আমার সঙ্গিনী অনূঢ়া, ইহাঁর নাম চন্দ্রমা, অন্যান্য পরিচয় পুনঃ দর্শনকালে পাইবেন।"

(নদী বেগবতী হইলে কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে? ক্ষণপ্রভা অম্বর মধ্যে লুকাইল, দর্শক আর দেখিতে পাইল না।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশান-ভবন।

শোণিত অভাবে শীর্ণ, বহ্নিজালে সমাকীর্ণ
মিশিছে শরীর পাংশুস্কারে।—

প্রেমদা ও চন্দ্রমা ইঁহারা কোন্ কুল সম্ভবা বা কোন্ পুরবাসিনী, তাহার বিবরণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারিলাম না। আপাততঃ যুবকদ্বয়ের অনুগামী হইতে হইল। প্রাগুক্ত যুবা মন্মোহন বসু, হুগলীর অন্তঃপাতি কোন পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ("পল্লিগ্রামটির নাম করিলে বুঝিতে পারা অসম্ভব। অন্য সময়ে পাঠক মহাশয়কে সেই গ্রামে উপস্থিত করিব।) তাঁহার প্রিয় সহচর সতীশচন্দ্র তমোলুক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদবী মুখোপাধ্যায়, তিনি রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণ। পাঠদ্দশায় কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা সুহৃদ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

চন্দ্রমা ও প্রেমদা যুবকের নয়নপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মন্মোহন অনন্যমনা হইয়া তাঁহাদিগের অতিক্রান্তপথে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক একবার হতাশ নয়নে চারিদিক অবলোকন করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন না। সেই জাহ্নবী তীর, সেই রাজপথ, সেই সুরম্য সৌধ, সকলি দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে মোহিনীমূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইতেছে না।

মন্মোহন কৈশোরীদিগকে অবলোকন বাসনায় চারিদিকে দৃষ্টি পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি পরিচালনক্রমে, কৈশোরীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। তিনি সহচরের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। এতদ্দর্শনে শান্ত-প্রকৃতি সতীশচন্দ্র কহিলেন "মন্মোহন! একি? অপরিচিতা অনূঢ়া-বালাকে অবলোকন করিয়া তুমি যে অধৈর্য্য হইয়াছ? তোমার মন যে অন্যবিধভাবে অভিভূত হইয়াছে দেখিতেছি। সখে! তোমার নীতিপূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ এখন কোথায়? আর চির-সৌহৃদ্য সুলভ মধুরালাপেই বা কেন বিরত হইয়াছ? বরঞ্চ অন্যের কুলকামিনী দেখিয়া আশক্তি প্রকাশ করা কি নীতিজ্ঞের উচিত? তুমি কি জান না যে, পরস্ত্রীদিগের অঙ্গ পরম্পরায় সতৃষ্ট দৃষ্টি করিলে, অন্তর-কানন কটুস্পৃহানলে দগ্ধ হয়? সখে তুমি অজ্ঞান নহ, তোমাকে অধিক বলা অনুচিত। অধিক কি বলিব, আর অন্য মনা হইও না। এখন অন্তর-সম্ভূত কটুচিন্তা সকলকে পরিহার কর।"

মন্মোহন কহিলেন, "সতীশ! তুমি বাতুলের মত বকিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে, আমার অটল অন্তর কখনও অসৎপথে সঞ্চরণ করে না? এবং অসৎপথের পথিকেরাও কখন আমার সৌহৃদ্যাসনে আসীন হইতে পারে না? অভিন্নহৃদয়! অভিন্নহৃদয়কে কখন কি অসৎপথে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াছ?"

সতীশ। 'না।"

মন্মোহন। "তবে বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছ কেন?"

সতীশচন্দ্র কহিলেন, "মন্মোহন! তোমার মন যে তোমার একান্ত বশীভূত, তাহা আমি অজ্ঞাত নহি। আর তুমি যে অসৎপথের পথিক নহ, তাহাও আমার অবিদিত নাই। কিন্তু তোমাকে চঞ্চল দেখিয়া আমার সে জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। সেই জন্য অজ্ঞানেরমত তোমাকে কতই উপদেশ

দিতেছি। সখে! রাগান্বিত হইও না। বন্ধু বলিয়াই বলিয়াছি; অন্য হইলে বলিতাম না। তোমাকে পবিত্র চিত্ত জানিয়াও তোমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবার কারণ এই যে, মনুষ্য অভ্যাসের দাস। যে যাহা অভ্যাস করে, সে তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়। এক সময়ে যে কার্য্যকে ঘৃণাস্পদ বলিয়া মনে করা যায়, অভ্যাসক্রমে অন্য সময়ে তাহাই পরম প্রিয় জ্ঞান হয়। আর অভ্যাসও এক দিনে হয় না, ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে। দেখ চৌরেরা এক দিনেই লুণ্ঠনকর্ম্ম হয় নাই। পাপাচার অভ্যাস করিয়া, ক্রমে ক্রমেই দুর্দ্দান্ত দস্যু হইয়া উঠে। মত্তলোকেরা, এক দিনেই পানাশক্ত হয় নাই; অভ্যাসক্রমে ক্রমে ক্রমেই পান পরতন্ত্র হইয়া উঠে। পরস্ত্রী পরায়ণেরাও এক দিনেই পরস্ত্রী-পরায়ণ হয় না; অভ্যাসের সাহার্য্যেই পরস্ত্রী পরতন্ত্র হয়। বিশেষতঃ; নারীপরায়ণতায় এখন তোমার অনুরাগ না থাকিতে পারে। কারণ, চৈতন্যহারিণী মোহনিদ্রা, এখনও তোমার চৈতন্য হরণ করিতে পারে নাই। তুমি এখনও সচেতন রহিয়াছ। কিন্তু, নিদ্রা দূরে থাকুক, এই সময়ে স্পৃহা-তন্দ্রাকেও যদি একবারের জন্য আশ্রয় দান কর; তবে অল্পকাল মধ্যেই চৈতন্য রহিত হইবে। তখন প্রবোধ-রূপ বাদিত্রগণ, তোমার কর্ণপার্শ্বে অহরহ বাজিলেও তুমি জাগরিত হইবে না। সেই জন্যই তোমাকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি, বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছি না।"

মন্মোহন কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরিশেষে কহিলেন, "সতীশ! ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও; এস শবদাহ দর্শন করিয়া আসি। অনন্তর মন্মোহনের ইচ্ছানুক্রমে তাঁহারা শ্মশান ভবনোদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

মন্মোহন ও সতীশচন্দ্র, ক্রমে ক্রমে দাহ ঘাটের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,

সম্মুখস্থ একটী কক্ষে আলোক জলিতেছে। গৃহাভ্যন্তরে এক ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছেন। পাঠক মহাশয়! এ ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন? ইনি আধুনিক চিত্রগুপ্ত। বিটপী-শাখে বায়সকে উপবিষ্ট দেখিলে বায়সকুল যেমন দূর হইতে ধাবমান হয়, গৃহমধ্যে লোক দেখিয়া তাঁহারাও তদ্রূপ গৃহ-প্রবেশোন্মুখ হইলেন। প্রবেশান্তর দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্ব দৃষ্ট ব্যক্তি করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া কি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবেষ্টাদ্বয় উপবেষ্টার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু, সুবিধা হইল না। পরক্ষণেই পশ্চাৎ হইতে কালকিঙ্কর সদৃশ একজন দীর্ঘাকার মারআড়ি আসিয়া উপবেষ্টাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, "বাবুজী একঠো মুরদা আয়া, ওসিকা নাম লিখ্যো।" উপবেষ্টা সত্বর বহি খুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবেষ্টাদ্বয় আর তথায় দাড়াইলেন না, শীঘ্রই বাহিরে আসিলেন।

যুবকদ্বয়, ক্রমে ক্রমে শ্মশান-ভবনের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশান্তর দেখিতে পাইলেন, নিমতলার ঘাট যেন চিতাগ্নি-প্রকাশে নর-কপাল কলেবর-দগ্ধানন্দে আপন পিশাচী স্বভাবকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া খল খল করিয়া হাসিতেছে। কোথায় ষোড়শ বর্ষীয় যুবা, কোথাও পঞ্চদশ বর্ষীয়া কৈশোরী, কোথাও অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, দগ্ধ হইতেছে। তাহাদিগের দেহ-সম্ভূত মোহনকান্তি, পাংশুকায়ে মিসিয়া যাইতেছে। তাহাদিগের মস্তক, ও অস্থি-জোড়নার খিল সকল পট পট করিয়া পৃথক হইতেছে। মৃত মান-বের আত্মীয়গণ, শ্মশানের অনতিদূরে ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া হাহারবে মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছে। শ্মশান-ভবনে হাহারব ও হরিধ্বনি ভিন্ন অন্য রব নাই। বহির্দ্দিকে ফেবরেরা মধ্যে মধ্যে উচ্চরবে রব করিতেছে। পাঠক! এই স্থানটি কি হৃদয় বিদারক?

মন্মোহন ইতঃস্তত অবলোকন করিতে করিতে সহসা নগেশ বাবুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন নগেশ বাবু জানুদেশে মস্তক নস্ত করিয়া, প্রজ্বলিত চিতার অনতিদূরে বসিয়া আছেন। নগেশ বাবু তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি।

নগেশ বাবুকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া, তিনি বিস্ময়ীভূত হইলেন; এবং চাঞ্চল্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেশ বাবু! আপনি এখানে কেন?"

নগেশ। "দাহ করিতে আসিয়াছি।"

মন্মোহন। "কাহাকে?"

নগেশ। "প্রবোধ বাবুকে।"

মন্মোহন চমকিত হইয়া কহিলেন, "এঁ্যা প্রবোধ বাবু কখন মরিয়াছেন?"

নগেশ। "সন্ধ্যার সময়।"

মন্মোহন। "তাঁর কি ব্যারাম হইয়াছিল?"

নগেশ। "বিসূচিকা"

মন্মোহন। "প্রবোধ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন কোথায়?"

নগেশ বাবু অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন "ঐ রোদন করিতেছে।"

প্রবোধ বাবু মন্মোহনের একটি আত্মীয়, তাঁহার বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণে ও সমাধি দর্শনে, তিনি অতিশয় কাতর হইলেন; এবং বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিলাপ।

১

"শ্মশান চিতায়
হেরিয়া তোমায়,
খেদে প্রাণ যায়—
আমার আঁখি
সংসার-আগার,
করেছ আঁধার,
একি হে তোমার—
ভোজের বাতি

২

কাষ্ঠের শয়ন
করিয়া রচন,
করেছ শয়ন
অনলোপরে
দহিছে পাবক
করি ধক্ ধক্
তাহে অঙ্গ-ত্বক্
নাহি সীহরে।

৩

কোথা পিতা মাতা,
কোথা ভগ্নি ভ্রাতা,
কেন বা অনাথা—
প্রেমের পাখি?
তনয়া তনয়,
কোথা এ সময়?
ত্যজিলে-আলয়—
তাদেরে রাখি।

৪

পিতৃব্য মাতুল,
জ্ঞাতি ভাগ্নেকুল,
কোথা সে অতুল
সুখের বাস ?
ত্যজি নিজ জনে,
কেন বা এক্ষণে,
চলিলে বিজনে
করিতে বাস ?

৫

নিকেতন-বন,
শ্মশান ভবন,
করিল দংশন
কি কাল অহি ?
আত্মীয় তোমার
করে হাহাকার,
কে বুঝাবে আর ।—
প্রবোধ কহি ?

৬

কেন হে প্রবোধ
ত্যজি কাম ক্রোধ,
মায়া পরিশোধ ।—
জনমতরে ?
তুমিত স্বজনে
ভুলিলে এক্ষণে
তারা তোমাধনে ।—
ভুলে কি করে ?

৭

রেসম নিন্দিয়া—
কেশ চিকনিয়া,
যে কেশে হেরিয়া।—
অপ্সরে লাজ,
কেন হে নরেশ,
সে চাচর কেশ,
ভস্ম অবশেষ—
অনলমাঝ।

৮

যে ধীর শ্রবণ,
আনন্দে মগন,
করি আকর্ণন—
মধুর শ্রুতি;[১]
আজি কেন হায়!
অনল জ্বালায়—
ওই পুড়ে যায়।—
সে ধীর শ্রুতি?

৯

কুরঙ্গ দশন,—
করি যে নয়ন,
তৃপ্ত সর্ব্বক্ষণ
কি নিশা—দিনে,
কেন সে নয়ন
অনলে দহন
হয়েছে এখন
পলক হীনে?

---

[১] শ্রুতি—মিষ্ট স্বর।

১০

মিষ্ট প্রাণ আশা—
ত্যাগ করে নাশা,
কেন বা নিরাশা
অনলদলে
গলে অগ্নিমালা,
একি ঘোর জ্বালা
রতনের মালা—
শোভে যে গলে!

১১

অমৃত মণ্ডিত—
হাস্য সুলোলিত,
সদা উপজিত—
যে মুখ চাঁদে,
কেন সেই শশি
বন্দিভাবে বসি,
পদ্মরূপে পশি—
অনল ফাঁদে?

১২

অন্ন্যাদি ব্যঞ্জন—
খাদ্য সুস্বাদন,
না করি অর্পণ
ও মুখ চাঁদে;
কেন বা সন্তান
মুখে অগ্নিদান
করি, গুণ গান
করিয়া কাঁদে?

শ্মশান ভবন।

১৩

সুঠাম সবল,
শ্রীকর যুগল,
কেন নিরবল—
লেখনি ছাড়ি?
অনল অধীন,
তাপে বিমলিন,
হল কি বিলীন—
সহিতে নাড়ী?

১৪

গজানন তুল,
সুগভীর স্থূল,
শরীরের মূল—
উদরদেশ:
কেন আজি জ্বলে,
প্রোজ্জ্বল অনলে?
খেদে প্রাণ জ্বলে—
দেখে এ বেশ।

১৫

সবল চরণ,
কেন বা এখন
হতেছে দহন—
বাতির মত?
আপনে ত্যজিলে,
অনলে মজিলে,
কেন আচরিলে—
এ ঘোর ব্রত।

১৬

রাখ হে বচন,
গা তুল এখন,
ত্যজিয়া শয়ন।
আত্মীয়দলে

হেরি তব মুখ,
পাসরিয়া দুখ
ভাসুক আজি সুখ—
জলধি-জলে।

মন্মোহনের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সতীশচন্দ্র কহিলেন, "মন্মোহন! এত কাতর হইতেছ কেন? মরণ-শীল জীবের সমাধি দর্শন করিয়া অধৈর্য্য হওয়াকি বুদ্ধিবান জীবের উচিত! বিবেচনা করিয়া দেখ, মৃত্যু শোচনীয় ব্যাপার নহে। মৃত্যু চির নিশ্চিত। সংসারে এমন কেহই নাই, যিনি কালের সেই করাল কবলে পতিত না হইয়া নিস্তার পাইয়াছেন। লোকে যশগর্ব্বে বসুন্ধরাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; বিদ্যাগৌরবে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; দিগ্বিজয়ে দেশমাত্রে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন; অখণ্ড-ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া, রাজেন্দ্র নামের অধিকারী হইয়াছেন; দুস্তর-জলনিধি মধ্যে সলিলযান সঞ্চালিত করিয়া দিকদিগন্তে ভ্রমণ করিয়াছেন; তথাপি মৃত্যুর মুখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কাল-ত্রয়-দর্শী—তাপস বৃন্দ ও দীর্ঘকাল-জীবি-গৃহস্থগণ, আপন আপন শারীরিক নিয়ম সুচারুরূপে পরিপালন করিয়া দীর্ঘজীবি হইয়াছেন বটে; কিন্তু কেহই চিরজীবি হইতে পারেন নাই।

জলাশয়স্থ সলিল-রাশি মার্ত্তণ্ডাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া যেমন গগণ-দেশ বিহারী জলদমালায় মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ সজীব-নিবাস-রূপ দীর্ঘ জলাশয়ের

প্রাণবায়ু-রূপ সলিলরাশি কালাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া মহাবায়ু জলদে মিশ্রিত হইয়া থাকে। তখন প্রাণবায়ু ও মহাবায়ুতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। আত্মীয়গণ শোক-সন্তপ্ত হইয়া হা-হুতাশ করত আপনা আপনিই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু দেহত্যাগী তাহার কিছুই শুনিতে পায় না—অথবা ইচ্ছাও করে না। পরমাত্মীয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সামান্য-আত্মীয়কে আর আত্মীয় জ্ঞান থাকে না। শাক্তব্যক্তিরা শৈব-শিক্তদিগকে, বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিকদিগকে, অথবা উদাসীনেরা বিষয়িদিগকে, যে রূপে দর্শন করেন; শান্তিরালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহারাও মায়াপূর্ণ এই সজীবালয়কে সেই রূপে দৃষ্ট করেন; এবং নাটকের নন্দদুলাল সদৃশ ব্রজপুরীরূপ আবাস-ভবনকে শোকগ্রস্ত করিয়া, নিশ্চিন্তান্তরে মথুরা নগর রূপ মঙ্গলালয়ে বসতি করেন। অতএব শোকে অধৈর্য্য হইও না; শোকে অধৈর্য্য হওয়া অতি অবিবেচকের কর্ম।”

মন্মোহন এই অন্তিম সাময়িক ভীষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিলেন। বায়সের মৃত্যুদেহ অবলোকন করিলে বায়সকুল যেমন কা কা রব করত চারিদিকে ধাবিত হইয়া অস্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে; মন্মোহনের মনও তদ্রূপ অস্থির হইয়া নানাদিকে ধাবিত হইতে ছিল। প্রবোধ বাবুর শোকে প্রবোধ বাক্য তাঁহার কর্ণে স্থান পাইতে ছিল না। তিনি চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া সহসা শবদাহ ঘাট হইতে বহির্গত হইলেন। সতীশচন্দ্রও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাতুর পথিক।

জাগ্রতের চিন্তা ভুলি হারায়ে চেতন,
বিচ্ছিন্ন-কদলী সম লুণ্ঠিত সোপানে।—

রজনী প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। পথে একটী মাত্রও লোকজন দৃষ্ট হইতেছে না; নগরবাসীদিগের গমনাগমন বিরহে রাজপথ জনশূন্য হইয়াছে। কেবল মাত্র দুইজন পথিক, নিদ্রায় হতচেতন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ সোপান প্রাচীরে মস্তক ন্যস্ত করত নিদ্রা যাইতেছেন। মৃদুমন্দ মারুতরাজি তাঁহাদিগের পরিধেয় বসনগুলিকে আন্দোলিত করত, চালিত তালবৃন্তবৎ সমীরণ বিতরণ করিতেছে। তাঁহারাও মলয়ানিল স্পর্শে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদিগের সুদীর্ঘ-বাহুযুগ ছিন্নিভূত লতার ন্যায় ক্রমে ক্রমে ধরণী স্পর্শী হইয়াছে। শিরদেশ নিদ্রাবশে তেজ বিহীন হইয়া অংশোপরি নিপতিত হইয়াছে। আকটী মস্তক দেহায়তন স্পন্দন রহিত হইয়া চিত্র পুত্তলীর ন্যায়, সোপান প্রাচীর-রূপ আলেখ্যোপরি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা নিদ্রাধশে বিগত-ক্লম হইয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তিমির-বসনা প্রকৃতি দেবী, মলিন বাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া যেন, ঘন ঘন বসন পরি-চালন করিতে লাগিলেন। ঝিল্লিরব ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। রজনী-ঘোষি, গ্রাম-ঘোষ ও পেচকেরা উচ্চরবে চারিদিককে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বসন্ত-সখা যামিনীকে প্রাভাতোন্মুখ দেখিয়া, এক একবার কুহুরব করিতে লাগিল। বিহঙ্গকুল এখনও হতচেতন, প্রকৃতি সতীর হরিত-কান্তি এখনও দৃষ্ট হইতেছে না, পথিকদ্বয় এখনও নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন।

পথিকদ্বয় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের হস্ত-পদাদি নড়িতেছে না। দূর হইতে লক্ষ করিলে তাঁহাদিগকে যে পথিক ভিন্ন অন্য কেহ মনে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এতদাবস্থায় একজন নগরপাল দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল; এবং ত্বরিতাগমনে তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া, অনুসন্ধিৎসুবৎ তাঁহাদিগের দেহায়তনে দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিল। নগরপাল যে তাঁহাদিগকে মদমত্ত মনে করিয়াছিল, পাঠক মহাশয়কে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না; আপনি অগ্রেই বুঝিয়াছেন।

নগরপাল ইতস্তত দৃষ্টি পরিচালন করিয়া দেখিল, মাতালের অঙ্গ-শোভন অগুরু-চন্দনরূপ জলনির্ঝরের কাদা, অথবা কুঙ্কুমরূপ পথরেণু তাঁহা-দিগের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে না। তাঁহারা নিশ্রত কলেবরে নিদ্রা যাইতেছেন। সুতরাং নিদ্রাতুর পথিক বলিয়া অনুমান হইল। এবং যে কটাক্ষ সুধীক-ত্রাসরূপে কথিত হয়, সেই কটাক্ষ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল।

কাহারও সৌভাগ্য বা কাহার দুর্ভাগ্য, চিরস্থায়ী নহে। চক্রবৎ পরি-বর্ত্তনে ক্ষণে ক্ষণে সকলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনন্ত সংসারস্থ কার্য্য মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। বিশ্বশিল্পীর বিশ্বরচনা অতীব আশ্চর্য্য, চিন্তায় তাহার শেষানুভূত হয় না। যে প্রকৃতি এইমাত্র তিমির-বসনা ছিলেন, তিনিই উষাসমাগমে এখন আলোকিত হইতেছেন। যে নিদ্রাদেবী যামিনী সতীর সহচরীরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিশ্বসংসারস্থ জীবমাত্রকে নিশ্চিন্ত করিয়া শয়ন-শায়ী করিয়াছিলেন; তিনিই এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রস্থানোন্মুখী হইয়াছেন। যে তম-যামিনী-সতীর মলিন-বাসরূপে পরিগণিত হইতেছিল, সেই এখন ভাস্করের ভয়ে তস্কররূপে লুক্কায়িত হইতেছে। দিবা-লয়ই হরিতরুচি, যাহা একাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছিলনা, তাহারা এখন

দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যামিনী-সতীর সুখ-বিলাস এখন ফুরাইয়া আসিয়াছে। ঊষা সম্মুখবর্ত্তিনী, ঊষা-সমাগমে বায়স, কোকিল, মৎস্য-রঙ্গ, সালিক, ঘুঘু, চিল প্রভৃতি বিহঙ্গকুল নীড়ে বসিয়া পক্ষশব্দ করিতেছে। যামিনী-বিরহে বিটপীগণ, বিরহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বিরহ-বিধুরা লতিকাবলি, বিরহাশ্রুনীরে প্রকৃতি-সতীর বক্ষঃস্থলকে অভিবৃষ্ট করত-কমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। রজনী সোহাগিনী কুমুদিনীচয়ের সুবিকাশিত-সহাস্য আস্য মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ব্রীড়া সঙ্কুচিত করিতেছে। নভো মণ্ডলস্থ তারকারাজি, প্রভাহীন হইয়া হীন-কল তারানাথ সহ ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। সৌম্য-সবুজ-রূপ নবদূর্ব্বাদল, বিরহ বিধুর হইয়া বদন-দলকে বিরহাসার রূপ তুষার বিন্দুতে মণ্ডিত করিয়াছে। যামিনীগত-প্রাণা শেফালিকা-কুসুম যামিনী বিরহে ধরণী লুণ্ঠিত হইতেছে।

অনতিবিলম্বেই প্রভাতোদয় হইল। প্রাতঃসমীরণ উত্তর উন্মুখী হইয়া বেগে বহিতে লাগিল। দিবা সমাগমে নিদ্রাভিভূত জীব মাত্রেই জাগরিত হইল। পক্ষাদির-কলরবে মনুষ্যগণ শয়ন ত্যাগ করিয়া আপন আপন ইষ্ট দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভুবন-প্রকাশক নলিনী-নায়ক লোহিত-কান্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে আরোহণ করত চারিদিকে অংশু বিস্তার করিতে লাগিলেন। তরুণ-অরুণ-রশ্মি বাতবিচলিত লহরি মালোপরি নিপতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল। মৃণালাসনোপবিষ্ট অরবিন্দচয় আদিত্য সমাগমে বিকসিত হইয়া, প্রভাতী মৃদুমন্দ সমীরণ সংযোগে অল্পে দুলিতে লাগিল। আসব-পূর্ণ কমলিনীকে সুবিকাশিত দেখিয়া মধুলোলুপ মধুপকুল, গুণ গুণ করিতে করিতে এক পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে পরিভ্রমণ করত মধুসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। পরিমল—ব্যাপারি বহবাহন, আরণ্য, সরসীজ ও উপবনস্থ কুসুমাবলি হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া চারিদিকে

বিতরণ করিতে লাগিলেন। মলয়মরুতে কুসুম-বিকাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মধুমক্ষিকাকুল, আকুল হইয়া গগণ বিহারী ধূমরাশির ন্যায় দলে দলে কুসুম কানন-মুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

সূর্য্যরশ্মি তেজস্বী হইতেছে, পথ শকট নিনাদে পরিপূর্ণ; ঘোটকের হেষারবেরও অভাব নাই; শকটের ঘর্ ঘর্ শব্দে ও যাত্রিদিগের পদশব্দে, অনতিদূরের কথাও অস্ফুট শ্রুত হইতেছে, তথাপি পথিকদ্বয় জাগরিত হইতেছেন না। শান্তি রক্ষকের নিয়মিত সময় অতিবাহিত হইল, সে অপেক্ষা করিতে পারিল না চলিয়া গেল। পরক্ষণে অন্য একজন নগরপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে ব্যক্তি পূর্ব্বব্যক্তির ন্যায় ভদ্রতা করিল না। সে আপন দিব্য খণ্ডের মাহাত্ম্য দেখাইতে উদ্যত হইয়া রূলপীড়নে পথিকদ্বয়কে জাগরিত করিল।

ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের মাহাত্ম্য ও যমদূতের পদ-প্রাধান্য দেখিয়া, নিদ্রাদেবী পথিকদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। যুবদ্বয়ের মধ্যে একজন পথিক, নিদ্রাঘোরে বলিয়া উঠিলেন।—

"সুন্দরি! বাসা—কোথায়? কেন—আসিয়াছ? আর তোমাদের দেখা কোথায়-পাইব? জন্মের মত-বিদায়! রাত্রিকালে এখানে-কেন?

নিদ্রাতুরের প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিলে পাঠক মহাশয়ের কৌতুহল-জড়িত, হাসি আসিত; কিন্তু, নগরপালের আসা অসম্ভব। সে জন্য আদৌ হাস্য আসিল না, বরং বিরক্তি আসিল, সে বিরক্তির সহিত কহিল, "উঠ জলদী, কিয়া বক্ বক্ করতা হ্যায়? কিঁয়া তোমারা সুন্দরী উন্দরী কাঁহা মিলি? সড়কসেসে চালা যাও।

যুবকদ্বয় নগরপালের আজ্ঞার ও আপনাপন মর্য্যাদার অনুগামী হইয়া প্রস্থান করিলেন।

পাঠক মহাশয়! মন্মোহন ও সতীশচন্দ্রই যে পথিক, তাহা আপনাকে বলিতে হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নলিনী মলিনী-তাপে।

বেলা প্রায় সায়াহ্নের সম্মুখবর্ত্তী; নলিনী-নায়ক পশ্চিম গগণ হইতে করপ্রদান করিতেছেন। মিহির-বাসনা গতোন্মুখী হইয়া বিকল কলেবর প্রাপ্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার-উপস্থিতি হেতু, বিডন-গার্ডনের শোভা, ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শত শত বাঙ্গালি-যুবা শুভ্রবসনে সুসজ্জিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাখী গুল্মাদির হরিত-কান্তি বিলোকন করিতেছেন। কুল-ভ্রষ্টকুল-কলঙ্কগণ, পৌত্তলিক ধর্ম্মের বৈপরীত্যে বক্তৃতা করত, তোষামোদরত-মোসাহেবদের ন্যায়, বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি উপসর্পণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। অদূরবর্ত্তী প্রাসাদ শিখরে একটি তরুণী যোষা, পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বাতায়ন পথদিয়া তরুণীর আকটি কবরী। অঙ্গ পরম্পরা স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

তরুণী বাতায়নের নিকটবর্ত্তী পর্য্যঙ্কে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার শিরদেশ করতলে বিন্যস্ত; মুখ অতি ম্লান; মুখভঙ্গিমা দেখিলে মনে হয়, চিন্তাদেবী তাঁহাকে বিশেষরূপে বশীভূত করিয়াছেন। তরুণীর হেম-নলিনী সদৃশ মোহিনীরূপ, যেন চিন্তাব্রীড়ায় আবৃত হইয়াছে। অথবা নব বিকাশিত মল্লিকা-কুসুম নিদাঘ তাপে যেমন ম্লান হয়, তরুণীর তরুণ-কান্তিও তদ্রূপ ম্লান বিলোকিত হইতেছে। তাঁহার নয়ন-যুগ বাষ্পাকুল, অথবা ম[illegible]নায় আরক্ত দৃষ্ট হইতেছে।—না হয়, সান্ধ্য-গগণ রক্তিম বলিয়া, দূর হইতে তাঁহা[illegible] নয়নযুগও রক্তিম দেখাইতেছে। কবরী-বিমুক্ত অলকদাম, বাতায়নাগত বাতাস স্পর্শে ললাটে, নয়নে ও গণ্ডদেশে আসিয়া পতিত হইয়াছে। অলকা বলি এক একবার ঔদ্ধত্য অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে যে, তিনি যেন্ সম্বরণে

অশক্ত হইয়া বারম্বার নয়ন মুদিতেছেন।—তথাপি অবাধ্য অলকাকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন না। তরুণী অন্যমনা হইয়া, অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন। দেহ বিমলিন হইলেও, ইহাতে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার উপস্থিত সময়ের রূপ ও ভাব এমনি কমনীয়, যে বর্ণনায় তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। পাঠক আপন-প্রণয়িনীকে কখন যদি আলুলায়িত কেশে, চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরে, ম্লানমুখে—অথবা বিষাদপূর্ণ অবস্থায় অবলোকন করিয়া থাকেন; এ সেই মূর্ত্তি। আর তদ্দর্শনে যদি বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তবে মানস-চক্ষে একবার অবলোকন করিতে অনুরোধ করি।

তরুণী—একাকিনী বসিয়া আছেন, নিকটে কেহই নাই; কেবল একটি-মাত্র সহচরী আছেন। নিকটস্থ সহচরীটি অলক্ষিতা। তিনি অলক্ষিত থাকিয়াই, কখন তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতেছেন, কখন হতাশ করিতেছেন, কখন বা পুনরাশ্বাসিত করিতেছেন। সহচরীটি অন্য কেহই নহেন,—ইনি স্বজীব মোহিনী চিন্তা। তরুণী চিন্তা সহচরীর সঙ্গে কথোপকথনে নিমগ্না. এমন সময়ে একটি পুরবাসিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রমা কি ভাবিতেছে। চন্দ্রমাকে চিন্তায় আকুল দেখিয়া পুরবাসিনী ক্ষান্ত থাকিলেন না।—আদরস্বরে বলিলেন, "চন্দ্রমে কি ভাবিতেছ?"

চন্দ্রমা উত্তর করিলেন না।

তিনি আবার বলিলেন, "চন্দ্রমে বালিকা বয়সে এত গভীর চিন্তা কেন?

চন্দ্রমা নিরুত্তর।

তিনি আবার বলিলেন, "কেন চন্দ্রমে কথা কহিতেছ না?

চন্দ্রমা নিরুত্তর।

পাঠক মহাশয়। পুরবাসিনী আপনকার অপরিচিতা নহেন; ইনি চন্দ্রমা-গত-প্রাণা প্রেমদা। প্রেমদা অনায়াসেই চন্দ্রমার মনোভাব বুঝিলেন; এবং সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, "চন্দ্রমে ভাবিও না। যাঁর জন্যে ভাবিতেছ; পক্ষান্তরে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে।"

অবোধ চন্দ্রমার কর্ণে প্রবোধ্য বাক্য স্থান পাইল না। প্রেমদা যে যে কথা বলিলেন, সকলি অরণ্যে বাক্য ব্যয় হইল। অন্যমনা হেতু চন্দ্রমা তাঁহার একটি কথাও শুনিতে পাইলেন না।

রক্তাস্থি মাংসের দেহে, এক কথা একশবার বলিতে-থা শুনিতে ভাল লাগে না;—বিরক্তি জন্মে। প্রেমদার দেহও রক্তাস্থি মাংসে নির্ম্মিত,তিনিও এক কথা বার বার বলিয়া বিরক্ত হইলেন।—না হইবেন কেন! তাঁহার শিরায় শিরায় কি শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হয় নাই? তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "চন্দ্রমে! কথা বলিলে শুনিতেছ না কেন?"

ছোট কথা চন্দ্রমার কর্ণে স্থান পাইতে ছিল না। কিন্তু, এই বড় কথাটি স্থান পাইল।—কেবল কর্ণেই কেন, অন্তরেও স্থান পাইল ও বাজিল। তিনি প্রেমদার দিকে তাকাইলেন, এবং বিনয় বচনে কহিলেন, "মামি! কি বলিতেছ?"

প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেও প্রশ্ন হইল; তচ্ছ্রবণে প্রেমদা হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন চন্দ্রমে! এত কথা বলিলাম তুমি কি তাহার কিছুই শুন নাই?"

চন্দ্রমা সলজ্জ হাস্যের সহিত বলিলেন, "না",—না বলিতে তাঁহার হাসি আসিল, লজ্জা আসিল, ভয়ও আসিতে বাকি থাকিল না।—তিনি অপরাধিনীর ন্যায় সভয়ে বলিলেন, "মামি! তোমাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, এ কথাটি মার নিকটে বলিও না।"

প্রেমদা বলিলেন, "কোন কথা ?"

চন্দ্রমা নিরুত্তর হইলেন। কি বলিলে কথার প্রকৃত উত্তর হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অনন্তর বালিকা ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, প্রেমদার গলা ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রেমদাও আদরের চন্দ্রমাকে আদরের সহিত কোলে লইলেন। চন্দ্রমা পুনঃপুন হাসিলেন। তাহার মলিনাস্যের হাস্যে একটি অমল ভাব প্রকাশ পাইল।—জলদাবৃত জগতীতল, যেন ক্ষণপ্রভায় প্রভাযুক্ত হইল।

প্রেমদা চন্দ্রমার মুখচুম্বন করিলেন, এবং আদরের সহিত বলিলেন, "চন্দ্রমে! কি ভাবিতেছিলে ?"

চন্দ্রমা মিথ্যাবাদিনী নহেন; কারণান্তর প্রকাশ করিতে মিথ্যা বলা তাঁহার অভ্যাসে আসিল না। তিনি লজ্জাবতী, সুতরাং লজ্জার অনুগামী হইয়া অবনত বদনে বলিলেন, "মামি! সে কথা শুনিয়া কায নাই।"

প্রেমদাও অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না।—বরং আশ্বাসিত করিলেন, বলিলেন, "বলিতে যদি কোন আপত্তি থাকে, বলিবার আবশ্যক নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তাকুলে।

চিন্তাতে মলিন দেহ, তাপিতা কার্য্য সঙ্কটে।—

চিন্তা রাক্ষসী নহে,—চিন্তা ভুজঙ্গিনী। 'কিম্বদন্তি' আছে; রাক্ষসীরা শরীরি পাইলেই গ্রাস করে,—জর্জ্জরীভূত করে না। কিন্তু, এ ভুজঙ্গিনী দংশন করিলে শরীরি মাত্রেই জর্জ্জরীভূত হয়। অপ-ভাষায় বলে, "সাপের লেখা—বাঘের দেখা।" কিন্তু এ সর্পিনীর লেখা জোখা নাই।—ব্যাঘ্রিণীর সহিতও ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা:—বিরলে পাইলেই বিশেষরূপে আক্রমণ করে, অনেকের সহিত পরিবেষ্টিত থাকিলে, আক্রমণ করিতে পারে না;—কেবল ভয় দেখাইয়া থাকে। কখন কখন ব্যাঘ্রিণীর স্বভাবের সহিতও ইহার স্বভাবের বিপরীত দৃষ্ট হয়, যথা:—ব্যাঘ্রিণী আক্রমিলে ক্ষণিক যন্ত্রণা ভোগেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়; কিন্তু, ইহার যন্ত্রণা দীর্ঘকাল। সর্পিণীর সহিতই যে ইহার ঠিক সাদৃশ্য আছে, তাহাও নহে। কারণ সর্প দংশনের উপশম আছে, ঔষধি আছে, ইহার দংশনের উপশম থাকিলেও থাকিতে পারে;—কিন্তু ঔষধি নাই। চিন্তা দারিদ্র্যের-বিষম-পীড়া, দুষ্প্রবৃত্তির কুহেলিকা, জীবন-বৃন্তের কালকীট, ও মানব মাত্রের শত্রু।—শত্রুই বা কেমন করিয়া বলিব, শত্রু বলিলে ধৃষ্টতা হইবে। কারণ, যে চিন্তা কুহেলিকা রূপে ছলনা করে; জীবনবৃন্তকে পরিচ্ছেদিত করে; প্রকারান্তে সেই চিন্তাই, উন্নতি-সোপানে সমুত্থিত করিয়া থাকে। চিন্তা রাক্ষসী হইল না,—চিন্তা ব্যাঘ্রিণী হইল না,—চিন্তা সর্পিণী হইল না,—চিন্তা শত্রুও হইল না—চিন্তা মিত্রও হইল না;—চিন্তা জীবন-সম্বল জল হইল। কারণ চিন্তার দোষ গুণ স্বভাব সিদ্ধ হইলেও সহনীয়, এবং ব্যবহারেই ইহার

দোষ গুণের হেতু।—ইহাতে বিষ মিশাইলে জীবনগ্ন হয়; অমৃত মিশাইলে—মধুরতা পূর্ণ হয়; নিম্ব মিশাইলে কটু হয়; লবণ মিশাইলে—লবণাক্ত হয়; অমনি পান করিলে—মিষ্টও লাগে না, তিক্তও হয় না, জীবনঘ্নও হয় না অমনিই থাকে। কারণান্তে চিন্তাকে বায়ু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডতল যেমন বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ; সজীব মণ্ডলও তদ্রূপ চিন্তা-রাশিতে পরিপূর্ণ। এমন কেহই নাই,—চিন্তা যাহার জাগ্রত সহচরী ও প্রাণ ধারণের অবলম্বন নহে। বায়ু সর্ব্বব্যাপী,—চিন্তাও সর্ব্বব্যাপী। বায়ু বেগে চালিত হইলে ঝটিকা উপস্থিত হয়, জগতীতল শ্রীভ্রষ্ট হয়; চিন্তাও বেগে চালিত হইলে অধৈর্য্য উপস্থিত হয়, নরদেহ শ্রীভ্রষ্ট হইতেও বাকি থাকে না। চিন্তা মানবের বশবর্ত্তী নহে, মানব চিন্তার বশবর্ত্তী। ভাবি মঙ্গলামঙ্গল ইহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, ব্যবহারেই উৎপন্ন। আর ইহাও স্বীকার্য্য যে, সুচিন্তাই হউক, অথবা কুচিন্তাই হউক, অধিক চিন্তা প্রাণনাশক।

চিন্তা কালাকালের অপেক্ষা রাখে না। বহ্নবাহন যেমন জড়মাত্রকেই স্পর্শ করে, চিন্তাও তেমনি সজীব দেখিলেই স্পর্শ করে ও বশীভূত করে। বায়ু শীতলরূপে স্পর্শ করিলে মানব মাত্রে প্রফুল্ল হয়, চিন্তাও শান্তভাবে স্পর্শ করিলে মানব মাত্রে প্রফুল্ল হয়, ও উষ্ণভাবে স্পর্শ করিলে বিমর্ষ করিতেও বাকি রাখে না। পুরাভ্যন্তরস্থ—দ্বিতলোপরি একটি কুল-অঙ্গনা। অলিন্দে বসিয়া, কি চিন্তা করিতেছেন। মনোভাবে প্রকাশ পাইতেছে তিনি ঐহিক চিন্তায় ব্যাপৃতা, ঐহিক উদরের চিন্তা নহে;—কোন কার্য্য সঙ্কটের চিন্তা। মহিলার বয়স প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইবে; এ বয়সেও, তিনি ঐহিক চিন্তা ছাড়িয়া পরমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারেন নাই। পাঠক বলিতে পারেন, "বৃদ্ধা ঐহিক কি পরমার্থিক চিন্তায় নিমগ্না, লেখককে কে বলিয়া দিল?" বলা কেবল বাহুল্য মাত্র, মনোভাবে স্পষ্টই প্রকাশ

হইয়াছে। আপনিও যদি কল্পনা চক্ষে অবলোকন করেন, তবে অবশ্যই বলিবেন, "এটি ঐহিক চিন্তা, পরমার্থিক নহে।" পরমার্থিক চিন্তায় মন মলিন হয় না—প্রফুল্ল হয়, দর্শকের নেত্র তৃপ্তিকর হয়। কিন্তু, ইহাঁর মন বিমলিন ও বিষাদপূর্ণ।—সে যাহাই হউক, চিন্তা লইয়া আপনাকে চিন্তিত করা বিড়ম্বনা বা ধৃষ্টতা মাত্র।

বৃদ্ধা একাকিনী নহেন, সম্মুখে অন্য একটি স্ত্রীলোক উপবিষ্টা। বৃদ্ধা তাঁহাকে কহিলেন, "আদরিণী! এখন বিপদ শান্তির উপায় কি?"

আদরিণী। "আপনি ভাবিবেন না, তিনি পত্রান্তরে আসিবেন বলিয়াছেন।"

বৃদ্ধা। "তিনি আসিলেও আসিতে পারেন; কিন্তু আসিলেই বা কি হইবে। বিবাহ ত সহজেই হইবে না। প্রথমত জাতি, তদন্তর কন্যাপাত্রের মনোভাব সমান কি না, পরিশেষে আত্মীয় বান্ধবাদির অভিমত কি না, এই সমুদয় না দেখিয়া কেমন করিয়া বিবাহ হইবে। ভগবান আমাদিগকে লোকেরই কাঙ্গালি করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি জাতি ত্যাগ করিব।" এই কথাটি বলিতে বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল।

আদরিণী বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "সে জন্য আপনি ভাবিতেছেন কেন? কন্যাপাত্রের মনোভাব অনুরূপেরও অতিরিক্ত, জাতিতে তিনিও কায়স্থ, আমরাও কায়স্থ। বিশেষতঃ তিনি কুলীন।"

বৃদ্ধা। "যুবা কুলীন বলিয়া তোমায় কে বলিল?"

আদর। "নামোল্লেখের সময় শুনিয়াছিলাম তাঁহার উপাধি বসু।"

বৃদ্ধা। "তিনি পুনরায় যদি না আইসেন—তবে কি হইবে।"

আদর। "অবশ্যই আসিবেন, একান্তই যদি না আইসেন; সম্বাদ দিব।"

বৃদ্ধা। "কেমন করিয়া সম্বাদ দিবে, তাঁহার নিবাস কোথায় জান?"

আদর। "পূর্ব্বে জানিতাম না বটে; কিন্তু সেদিনে কথা-প্রসঙ্গে গল্প করিতে করিতে একজন স্ত্রীলোকের মুখে শুনিলাম, তাঁহার বাটী জাহানাবাদের নিকট। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'সে আমাদের আপনার লোক।—সে আমাদের ভবাণীর—মামার—শালার—পিসের—মামাত—বনের—ননদের—পিসাসের—ভাইপো'। খুবা, তাহাদের স্নেহ কুটুম্ব শুনিয়া, তাহার নিকটে বিশেষ কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু, ঠিক করিয়াছি যে জাহানাবাদে তাঁহার তল্লাস করিব।"

বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আদরিণীর দাড়ি ধরিয়া বলিলেন, "আদরিণী! তুমি এ সকল সম্বাদ কোথায় পেলে?"

আদরিণী আদর পাইয়া গদ্‌গদ হইলেন। বলিলেন, "আমি আবার কোন খবরটি না জানি। কেবল চন্দ্রমা যে প্রেমদার কণ্ঠ-ভূষণ সেই খবরি আপনকার অজ্ঞাত। আর প্রেমদা যে চন্দ্রমার ভাবনা ভাবিয়া থাকে; তাহাও আপনি ভাবেন না।"

বৃদ্ধা আরও সন্তুষ্ট হইলেন বলিলেন, "প্রেমদা! চন্দ্রমা আমার নয় তোমার।"

প্রেমদা ইতিপূর্ব্বেই আদরিণী হইয়া ছিলেন, এখন আবার চন্দ্রমা তাঁহার হইল, সোনায় সোহাগা মিশিল,—সোহাগের তাপ লাগিল,—সোনা গলিল, আনন্দের সীমা রহিল না।—

সোহাগ-অনলে গলিল কাঞ্চন, ঢল ঢল ঢল ভাবে;
কাঞ্চন বরণ অনল-সদৃশ কেবা কার গুণ গাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কুমারী কুলের সৌন্দর্য্য-কুসুম।

যাহার উদ্দেশে উদ্দেশ্য নগর, সে জন মিলিল পথে।—

বর্দ্ধমান হইতে আসিবার সময় কোন্নগর প্রভৃতি কয়েকটি 'ষ্টেসন' অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়।—কোন্নগর ষ্টেসনটি অতীব মনোরম না হইলেও না হইতে পারে।—কিন্তু, অদূরবর্ত্তি জলাশয়টি অবশ্যই নেত্র তৃপ্তি কর। জলাশয়টীর—নির্ম্মল জল, তীরস্থিত কুসুমোদ্যানের বিমল-শোভা ও শাখীগুল্মাদির হরিত-রুচিতে, জলাশয়টি অতীব মনোরম হইয়াছে। সুচঞ্চল প্রভাত বায়ু, তপন-করদিপ্ত সলিল মালাকে আন্দোলিত করত, দর্শক মাত্রের সন্তোষ সাধন করিতেছে। কুসুমোদ্যানে গোলাপ, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধ, মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইয়া, মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। মধুমক্ষিকাকুল, এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্নিগ্ধকর প্রভাত বায়ু, পরিমল সহ বিচরণ করিতে করিতে চারিদিক অমোদিত করিতেছে বাপীকূলটি এমনি মনোহর যে, উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হইবার বাসনা জন্মে।

তরুণ-অরুণ-রশ্মি, কাচ-রুচি, স্নিগ্ধ উদকোপরি নিপতিত হইয়া, প্রতি ফলিত হইতেছে। দিবা তরুণাবস্থায় অবস্থিত, এমন সময়ে এক তরুণ পথিক একজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া, বাপীকূলে উপস্থিত হইলেন। পথিকের পথশ্রম জন্মিয়াছিল। সহজেই স্বচ্ছ-সলিলা সরসীকূলে উপবিষ্ট হইলেন।

চক্ষু থাকিলেই চারিদিক অবলোকন করিতে হয়, না করিলে চক্ষের যথার্থ ব্যবহার হয় না। পথিকের ললাট তলে দুইটি বিশাল চক্ষু সুসজ্জিত ছিল, সুতরাং চারিদিকে দৃষ্টি পরিচালন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

সাধক ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিচালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নিকটস্থ লতাবিতানের অন্তরালে দুইটি কুমারী দাঁড়াইয়া আছে। কুমারীদিগের মধ্যে একটি বলিল, "শৈলবালা! দেখ্ ভাই, কেমন ফুল দেখ।

শৈলবালা দেখিল, এবং বলিল, "শৈবলিনি! দেখ্, দেখ্, কেমন গোলাপ দেখ্;—হাাঁ ভাই! এমন গোলাপ আমাদের বাগানে কেন হয় নে ভাই?"

শৈব। "হবে কি ভাই! তোদের ফণীন্দ্র যে কুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলে।"

বালিকাদিগের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শৈলবালা শৈবলিনীর কথায় কাণ দিল না, অন্য দিকে চাহিয়া কহিল, "শৈবলিনি! ওবা কে ভাই?"

শৈব। "জানিনে ভাই!— ওরা বুঝি মুখুজ্যেদের জামাই।"

শৈল। "দূর ভাই!—মুখুজ্যেদের জামাই কেন ঘাটে বসে থাকবে!"

শৈবলিনী সে কথায় কাণ দিল না। অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, "শৈলবালা! এটি কি ফুল ভাই—এতে কেন গন্ধ নেই?"

শৈল। "ও যে বিলিতি ফুল, ওতে কি গন্ধ থাকে। তাই জন্যে ওর ঠাকুর পুজো শুদ্ধ হয় নে।"

চঞ্চল-বালিকাদিগের—চঞ্চল মতি, কুসুম দর্শনে আর আনন্দ পাইল না। তাহারা সে স্থানটি পরিত্যাগ করিল; এবং অন্য স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল। উপবিষ্ট হইয়া, আপনাআপনি বাক্য ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল; এবং অমৃত ছড়াইতে লাগিল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "শৈলবালা! সাঁজ-পুজুনির মন্ত্রোর কি ভাই?"

শৈল। "সাঁজপুজনি সেঁজুতি,—
ষোল ঘরে, ষোল বত্তি,—
তার এক ঘরে আমি বর্ত্তি;—
বর্ত্তি হয়ে মাগি বর,
ধনে পুত্রে পুরুক ঘর।"

বালিকা দুইটি আপন আপন কথায় যখন নিমগ্ন হইল, পথিক তখন অনিমেষ নয়নে তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, নির্দ্দেশ ক্রমে যাহাকে শৈলবালা নামের অধিকারিণী জানিয়াছিলেন; তাহার রূপ-রাশি দেখিয়া, তাহাকে অন্তর-মণ্ডপের মানস-প্রতিমা ও কুমারী-কুলের গরিমা বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

বালিকাটির অলৌকিক রূপ-রাশি দেখিয়া, পথিক মোহিত হইলেন; কণ্টকী-তরু প্রসূত বাবলা ফুলের সহিত বালিকার বর্ণের তুলনা করিলেন কিন্তু তাহা বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, বাবলা ফুলে ঈদৃশ ঈষদ-বঙ্কিম-আভা নাই, বাবলা ফুল অধিক হরিদ্রা যুক্ত, এবং চাকচক্য বিহীন। অনন্তর অলক্ত ও নবনীতকে একত্রিত করিলে, এ বর্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় কি, না তাহা ভাবিলেন; কিন্তু তাহাও সদৃশ বোধ হইল না। কারণ অলক্তক অধিক রক্তিম, আর নবনীত সম্ভবতঃ চাকচক্য বিশিষ্ট হইলেও, এ বর্ণের তুলনীয় নহে।—তিনি আরও ভাবিলেন গগণই যেমন গগণের উপমাস্থল, সাগরই যেমন সাগরের উপমাস্থল, তেমনি এই রূপই এ রূপের উপমাস্থল। অন্য কিছুই ইহার তুলনীয় নহে।

যুবা দেখিলেন, অন্যান্য বালিকারা সময়ে সময়ে যেমন যত্ন পুরঃসর হাস্য প্রকাশ করে; শৈলবালাকে সে রূপ করিতে হয় নাই। বরং যত্ন পুরঃসর হাস্যই, ইহার ওষ্ঠদেশে বসতি করিয়া থাকে, এবং ইহার ওষ্ঠ স্থল স্পর্শী বলিয়াই, হাস্য যেন নর-জীবনের প্রফুল্লতার চিহ্নরূপে পরিগণিত। তিনি আরও দেখিলেন, শৈলবালার হাস্যে চাপল্য নাই, দর্শনে কুটিলতা নাই, বাক্যে কার্কশ্য নাই।—কার্কশ্য থাকা দূরে থাকুক, তাহার বচন স্পর্শী বলিয়াই যেন, মধুরতার এত গৌরব।—ও সেই মধুরতা বিশিষ্ট বাক্য, মানব-মাত্রের শ্রবণ-তৃপ্তিকর ও আদরণীয়। শৈলবালা আপনার রূপেই সজ্জিতা।

অলঙ্কারে তাহার অঙ্গের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বরং যে কিছু অলঙ্কার তাহার গাত্রে রহিয়াছে, রূপ-লাবণ্যে তাহাও তপন কর-তাড়িত উষা-সাময়িক নক্ষত্রবৎ নিষ্প্রভ।

শৈলবালা বালিকা; তাহার আস্য-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে অন্তরে করুণা রসের উদয় হয়। পথিক সেই জন্যই অনিমেষ নয়নে তাহার আস্য মণ্ডল অবলোকন করিতেছেন। অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতেছেন না।

পথিক পলকশূন্য নয়নে বালিকাটির রূপরাশি অবলোকন করিতে ছিলেন—সহসা শুনিতে পাইলেন,—"আত্ম বিস্মৃত।—অনিমেষ নয়নে কি দেখিতেছেন?"

পথিক ঈষদ চমকিত হইলেন। মনের ভাব প্রকাশ না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না;—মনোভাব প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন, "কুমারী কুলের সৌন্দর্য্য কুসুম।"—বলিয়াই পশ্চাতে নয়ন ফিরাইলেন, দেখিলেন, আলুলায়িত-কুন্তলা ও পথরেণু সংযুক্ত বসা মোহিনী মূর্ত্তি।

পথিক একবার মাত্র অবলোকন করিয়াই মোহিনীকে চিনিলেন, ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?"

মোহিনী উত্তর করিলেন; "আপনকার উদ্দেশে।"

পথিক। "আমি এখানে আছি বলিয়া আপনাকে কে বলিল?

মোহিনী। "আমার মন।"

প। "আপনকার মন কি সর্ব্বব্যাপী?"

মো। "চন্দ্রমার অনুরোধে এখন তাহাই বটে।"

প। "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

মো। "কলিকাতা হইতে।"

প। "কোথায় যাইবেন?"

মো। "বর্দ্ধমানে যাইতাম, কিন্তু আর যাইব না।"

প। "যাইতে যাইতে ফিরিবেন কেন ?"

মো। "যাঁহার উদ্দেশে পথে বাহির হইয়াছি, তিনিই যখন সম্মুখে তবে বর্দ্ধমানে আর কাহার উদ্দেশ করিব।"

পথিক। "আমার বর্দ্ধমান যাইবার সম্বাদ আপনি কোথায় শুনিলেন ?"

মো। "জাহানাবাদে আমার মামা আছেন, তিনিই লিখিয়াছেন আপনি বর্দ্ধমানে।"

ম। পথিক। "আপনকার মামা কে ?"

মো। "বীরেশ্বর ঘোষ।"

প। "আপনি একাকিই আসিতেছেন নাকি ?"

মো। "না সঙ্গে একটি পরিচারিকা আছে।"

প। "সে এখন কোথায় ?"

মো। "সরাইতে।"

প। "তবে সরাইতেই চলুন, এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

প্রেমদা যাঁহার তল্লাশে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলেন; পথেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন।—সুতরাং বর্দ্ধমানে যাওয়া বাকি থাকিল। এখন উপযুক্ত সময়ে কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পরিচারক বীরবল ও পরিচারিকা মায়াবতী, ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। বাষ্পীয়-রথে আরোহণান্তর, পথে পথেই অনেক কথা শেষ হইল। উভয় পক্ষের মঙ্গল সম্বাদ, কিছুমাত্র অগোচর থাকিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জর।

চঞ্চল বিদেশী পাখী, আবদ্ধ গৃহ পিঞ্জরে।—

হীনস্রোত স্রোতস্বিনী স্রোতোবেগে যেমন সজ্জিত হয়; নিদাঘ-তপ্ত কুসুমোদ্যান, বরিষা উদয়ে যেমন শোভা ধারণ করে: জন-বিরহিত বহির্ব্বাটীও আজি তদবস্থাপন্ন। ভগ্ন-কলেবর বহির্ব্বাটীতে মন্মোহন উপবিষ্ট। সম্মুখে বীরবল হীনবল প্রায় উপবিষ্ট। মন্মোহন বহির্ব্বাটীতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বাটীটি দ্বিতল; অলিন্দ প্রভৃতি হর্ম্ম্য-শোভাগুলি জীর্ণ কলেবর; বাটীটি এক কালে যে চিত্তরঞ্জক ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিল না। বর্ত্তমান-জীর্ণ সজ্জাগুলিই স্পষ্টরূপে তাহার পরিচয় প্রদান করিল।

বহির্ব্বাটীতে বিলম্ব করা কষ্টকর হইল।—সুতরাং মন্মোহনকে গেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, প্রেমদা যে পুরে প্রবেশ করিয়াছেন, আমরাও সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রেমদা যুবাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া, কর্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। পথের সমাচার, রথের সমাচার, বাপীকূলের সমাচার, এক মুখে অনেকানেক সমাচার ব্যক্ত হইতেছে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী করতলে গণ্ড-বিন্যাস করিয়া তত্তাবৎ শুনিতেছেন।

এদিকে প্রেমদা ও কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কথোপকথনে নিমগ্ন হইয়াছেন দেখিয়া, মায়াবতী শুভ-সম্বাদ লইয়া বিরহ-বিধুরা চন্দ্রমাকে চমকিত করিতে চলিল। মায়াবতী দূর হইতে দেখিতে পাইল, চন্দ্রমা কি ভাবিতেছেন। তখন মায়াবতীর মন চঞ্চল হইল, গীতবিদ্যা প্রকাশ হইল,—মুখ থামিল না,—মায়াবতী

গাইল ঃ——"হের হে নলিনী! প্রিয়, তপনে বাস অচলে; যার লাগি অহরহ চিন্তিয়া মলিনী হলে। পোহাল বিরহ নিশা, প্রকাশ মিলন দিশা, বৃথা চিন্তা বৃথা কেন, কব বসিয়ে বিরলে।*"

চন্দ্রমা কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।—সহসা সঙ্গীত শ্রবণে চমকিতা হইলেন—চাঞ্চল্যের সহিত পশ্চাৎ ফিরিলেন—দেখিলেন, মায়াবতী! তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়াবতি! কি গাইতেছিলে?"

মায়া। "গীত গাইতেছিলাম।"

চন্দ্রমা। "মায়াবতি! এ গীত তোমায় কে শিখাইল?"

মায়া। "কেহই নহে, আমি রচনা করিয়াছি।"

চন্দ্রমা। "মায়াবতি! তোমার গানে এত কুটিলতা কেন?"

মায়া। "কুটিলতা নহে—সময় বর্ণনা।"

চন্দ্রমা। "মায়াবতি! তোমার গান শুনিয়া আমার মন এত চঞ্চল হইল কেন?"

মায়া। 'বিষেই বিষক্ষয়; আর একটি শুনিলেও চাঞ্চল্য থাকিবে না।'

মায়াবতী গাইল ঃ——"নলিনী মলিনী কেন, বিরহ বিভা প্রভাবে? উদিত তরুণ রবি, হে নলিনী তব ভাবে। অহরহ গান তরে, নিমগ্না বিরহ সরে, তাঁহারে এনেছি মোরা করিয়ে যতন; বহু দেশ অন্বেষিয়ে, এনেছি তাঁরে বান্ধিয়ে, আগে মনো সমর্পহ, যদি পাবে মন; হইও না চঞ্চলা আর, শুন বচন আমার, হে প্রিয়ভাষিণী সখি! শান্ত হও সে ধনে পাবে।" †

চন্দ্রমা মনে মনে হাসিলেন—আশ্বাসিতও হইলেন—প্রকাশ্যে বলিলেন, "মায়াবতি! এত কপটতা কেন? মায়া এ সকল কপট-গীত তুমি কোথায় শিখিলে।

মায়া। "সখী! এ কপট গীত নহে, বাস্তবিক কথা। আমরা বৰ্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মামির সঙ্গে একজন যুবকের সাক্ষাৎ হইল। পরিচয়ে জানিলাম, যুবকটি তোমার প্রিয়জন।"

চন্দ্রমা। "তারপর! তারপর?"

মায়া। তার পর আর কি, তুমি যাঁকে ধরে আন্‌তে অনুরোধ করেছিলে; মামি তাঁকে বেঁধে এনেছেন।"

চন্দ্রমা। "তিনি তবে এখন কোথায়?

মায়া। আবাস-পিঞ্জরে তোমার প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ;—আবার কোথায়!"

চন্দ্রমা লজ্জায় অবনত-মুখী হইলেন, বলিলেন, "মায়াবতি! এত উপহাস কেন?"

মায়া। "না সখী! উপহাস নহে, যথার্থই তিনি আসিয়াছেন।" এই কথাটি শেষ হইতে না হইতেই, মায়াবতী গাইল—"আমরা পিঞ্জরের আবদ্ধ পাখী":—

মায়াবতী গান আরম্ভ করিল, কিন্তু গাইতে পারিল না; চন্দ্রমা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

মায়াবতী আরব্ধ গান গাইতে না পাইয়া, রাগে অথবা আমোদে ফুলিতে লাগিল—বলিল, "সখী! আজ আমি একাকিনী তাই একটি মুখে হাত চাপা দিলে; কিন্তু, বাসর ঘরে পাঁচের মুখে হাত চাপা দেওয়া, বড় কঠিন হইবে।"

চন্দ্রমা মায়াবতীর কথায় কাণ দিলেন না, অথবা ভাব গোপনে রাখিলেন। বলিলেন, "মায়া! মামি যদি আসিয়াছেন, তবে তিনি কোথায়?"

মায়া। তিনি এখন আর কি সে মামি আছেন! এখন প্রজাপতির

অন্ন মারিতে বসিয়াছেন—এখন সম্বন্ধ পাকাতে বড় ব্যস্ত।”

চন্দ্রমা লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন, বলিলেন, “মায়াবতি! তুমি কি উপন্যাস ভিন্ন ভাল কথা শিখ নাই?”

মায়া। “কৈ আর, শিখিলে কি চুপ করিয়া থাকি, তা হলে যে বক্তৃতা কত্তুম।”

চন্দ্রমা। “বেশ, ক্ষান্ত হও, আর বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই।”

মায়া। “ব্যয় করা কি আমার কাজ, আপনি ভিন্ন আমার ব্যয়ে এখন কোন কাজই হইবে না, কেবল মুক্তার রাশিতে জল ছড়ান হইবে।—আপনি ব্যয় করুন সকলেই—না হয় এক জনও সন্তুষ্ট হইবেন। যশও করিবেন, রসিয়াও যাইবেন—

রসিবে রসিক জন, সখী তব রসে গো।
অবাধ্য পরম বাধ্য—হবে প্রেম রসে গো।
অপর আপন হবে, মনে মন পসিবে,
অন্তরে অন্তর ভাবি—প্রেম রসে রসিবে।
দেখিতে বাসনা যাঁরে—করিছ অন্তরে গো,
সে জন হবে না ছাড়া পলকের তরে গো।
বরষে সলিল যথা প্রাবৃটে অম্বরে গো,
ঝরিবে প্রণয় ধারা তথা দর দরে গো।
চাতক যেমন বারি অম্বরেরে চায় গো।
নায়ক * * * তথা যাচিবে তোমায় গো।

নবম পরিচ্ছেদ।

শয়ন-গৃহ।

অন্তঃপুরস্থ একটি সুসজ্জিত কক্ষে, আলোক জ্বলিতেছে। যুবা মন্মোহন বসু পর্য্যঙ্কশায়ী ;— তিনি নিদ্রিত নহেন, জাগ্রত। প্রমদা ও কর্ত্রী কক্ষতলে উপবিষ্টা। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে, মায়াবতী ও চন্দ্রমা বসিয়া আছেন। অন্তঃপুরস্থ লোক মাত্রই জাগ্রত ; কিন্তু, মুখে বাক্য মাত্র নাই। অন্তঃপুরটি নিদাঘ-ঝটিকার পূর্ব্ব সাময়িক নির্ব্বাত ধরণী সম নিস্তব্ধ।

অন্তঃপুরটি নিস্তব্ধ, কিন্তু বহির্ব্বাটীটি শব্দায়মান। বহির্ব্বাটীস্থ মশকেরা, বীরবলকে একাকী পাইয়া বড় বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সহজেই বীরবল মশক দংশনে বিরক্ত হইয়া বল প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বীরবল একজন ভীরু বাঙ্গালি নহে, সে রাজপুত কুমার। তাহার গাত্রে যদিও বল নাই বটে, কিন্তু হস্তে বিলক্ষণ বল আছে ; বীরবলের চপটে চপটে ঘোর অশনি-ধ্বনি প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু, বল প্রকাশ করিয়াও বীরবল অকৃত-কার্য্য হইতেছে। কারণ নীচ কুলোদ্ভবেরা যেমন দুর্দ্দমা, পূতিগন্ধোদ্ভব মশকেরাও তদ্রূপ দুর্দ্দম্য হইয়া উঠিয়াছে।

——————মারিলে মরম নাই, দুর্দ্দমা সহজে।—

ধরণী অধিকক্ষণ নির্ব্বাত থাকে না, অন্তঃপুরটিও দীর্ঘকাল নীরব থাকিল না। শীঘ্র শীঘ্রই শব্দায়মান হইল। প্রথমতঃ প্রমদাই কথা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন, বলিলেন, "মহাশয়! যেজন্য আপনকার প্রয়াসে ব্রতী হইয়াছিলাম, বোধ হয় আপনি তাহা বুঝিয়াছেন।"

যুবা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদিগের অভিমত বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "হাঁ, কতক বুঝিয়াছি।"

প্রেমদা। "আমাদিগের বাসনা পূর্ণ করিতে আপনকার মত আছে কি?"—

যুবা। "আমার মতও আছে, আপত্তিও আছে।"

প্রেমদা। "আপত্তি কিসের?"

যুবা। "যে বিষয়ের জন্য মত সাপেক্ষ, তাহার কারণ নির্দেশ করিলে বলিতে পারি।"

প্রেমদা। "বিষয়টি অন্য কিছুই নহে,—চন্দ্রমার সহিত আপনকার বিবাহ।"

বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লজ্জিত হওয়া মনোমোহনের অভ্যাস ছিল সুতরাং তিনি লজ্জিত হইলেন; কিন্তু, সাহায্যকারী উত্তরদাতার অভাবে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ একটি সাধারণ ব্যাপার নহে।—আমার পক্ষে যদিও সহজ হয়, তথাপি আপনাদিগের পক্ষে সহজ হইবে না। কারণ, আপনাদিগের চন্দ্রমা যাহার চির-সহচরী হইবেন ও যাহার অবস্থায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, সে ব্যক্তি আপনাদিগের অপরিচিত।"

প্রেমদা। "সে জন্য আমাদিগের অণুমাত্রও সংশয় বা আপত্তি নাই।"

সুচতুর যুবা প্রেমদার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং চাতুরী ক্রমে চন্দ্রমার মনোভাব অবগত হইতে চেষ্টিত হইলেন। বলিলেন, "আপনারা কন্যা সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন,—আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি না থাকিলেও না থাকিতে পারে; কিন্তু, যাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি, না জানা আবশ্যক।"

প্রেমদা সহাস্য-বদনে বলিলেন, "তিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই, আমাদিগের এত যত্ন।"

যুবা মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনাদিগের সকল

আপত্তির মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু, আমার এক আপত্তি আছে।”

প্রেমদা বলিলেন, “কি ?”

যুবা। “আমি স্বয়ং-সিদ্ধ হইয়া বিবাহ করিতে পারিব না। আমার জননী আছেন, পিতৃব্য আছেন, তাঁহাদিগের বিনানুমতিতে আমি বিবাহ করিতে পারিব না। কাকা বলিয়াছেন, আমার বিবাহে তাঁহার অনেক অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।”

প্রেমদা বলিলেন, “আপনকার মাকে ও কাকাকে আমরা সম্বাদ দিতেছি। তাঁহারা যথাবিহিত উদ্যোগ করুন না কেন, আয়বড়ভাতে না হউক, বিবাহের পর বউ-ভাতেই তাঁহাদের অভিলষিত কার্য্য সমাপিত হইবে।”

যুবা। “কখনই না!—মার ও কাকার অজ্ঞাতে বিবাহ!—ওকথা বলিবেন না, বিবাহ করিতে অনুরোধও করিবেন না,—অনুরোধ করিলে সে অনুরোধ রক্ষাও হইবে না. চন্দ্রমাকে বিবাহ করিব স্বীকার করিলেও করিতে পারি—কিন্তু, মার ও কাকার অজ্ঞাতে বিবাহ করিব স্বীকার করিতে পারি না।”

বৃদ্ধলোকদিগের অর্থের প্রতিই অধিক লক্ষ্য, প্রেমদা এত কথা বলিলেন, কর্ত্রী তাঁহার একটি কথারও পোষকতা করিলেন না। মাঝে হইতে বলিয়া উঠিলেন, “বাবা! আমার এক অনুরোধ আছে।”

যুবা বলিলেন, “কি অনুরোধ ?”

বৃদ্ধা। “আমার কন্যাটিকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে। তুমি মার অনুমতি লইয়া বিবাহ কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তবে অনুরোধ এই, দেনা পাওনায় লক্ষ্য করিতে পাইবে না। অর্থাৎ আমি কিছু দিতে পারিব না, কেবল কন্যাটি দিব।”

যুবা “আমি অর্থ-প্রয়াসী নহি, অর্থলোভে বিবাহ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনি কিছু দিন, অথবা নাই দিন, মার ও কাকার যদি মত হয়,

তবে অবশ্যই বিবাহ করিব।” যুবা প্রকাশ্যে বলিলেন, “মার মত হইলে বিবাহ করিব।” অপ্রকাশ্যে বলিলেন, “আমি স্বয়ং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনকার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।”

বৃদ্ধা আনন্দিতা হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, মন্মোহন বুঝি কখন ইউনিভারসিটীতে পদার্পণ করেন নাই। অথবা যদিও করিয়া থাকেন, তবে পাঠোচিত চাপরাসখানি পান নাই।—যদি পাইতেন, তবে দাঁড়ি করিতে কুঞ্চিত হইতেন কেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, “বাবা অনেক রাত্রি হইয়াছে অধিক জাগিয়া কায নাই, জাগিলে অসুখ হইবে, আমরা এখন চলিলাম তুমি নিদ্রা যাও।”

চন্দ্রমা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপবিষ্ট থাকিয়া সকল কথাই শুনিলেন। যুবক মার অনুমতি না। বিবাহ করিবেন, এই কথাটি শুনিয়া তাঁহার আনন্দও হইল সংশয়ও জন্মিল। তিনি ভাবিলেন যুবা মার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিবেন ইহা পরম-বাঞ্ছনীয়। কারণ মাতৃভক্ত ও আত্মীয়-পরায়ণ ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করা পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহাঁর মাতা কলিকাতায় বিবাহ করিতে অনুমতি দিবেন কি না সন্দেহ।

নিশীথ সময়ে— ভাবে কমলিনী
পাছে গো মানস-প্রান্তে;
অরুণ উদিতে — উদিয়া তখন
ডাকে প্রিয় দিননাথে

দশম পরিচ্ছেদ।

সাধে পরমাদ।

জয়ন্ত উদিতে—উদিল জলদ, পূর্ণিমা আঁধারময়ী।

হতাশা আশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।—আশা অগ্রগামী, হতাশা অনুসরণে রত। আশা তপনরূপ, হতাশা বিষাদময়ী ক্ষণদা। সূর্য্যাস্তে যামিনীর উদয় হয়,—আশার শেষেও বিষাদময়ী ক্ষণদার উদয় হইয়া থাকে। দিবাবসানেই অন্ধকারের আবির্ভাব হয়, আর আশাবসানে হয় না! কে বলিবে! তাহাই যদি না হইবে—বিষাদ তবে কি? সূর্য্যাস্তে জগৎ মলিন হয়, আকাশ মলিন হয়;—আশার শেষেও দেহ মলিন হয়,—গেহ মলিন হয়,—অন্তর মলিন হয়,—অন্তরের মধ্যে যদি আর একটি অন্তর থাকে, তাহাও মলিন হয়।

মন্মোহন পরিণয়ামোদে আমোদিত হইয়া, দৈব ঘটনা-জনিত মঙ্গল সমাচার, মার ও কাকার নিকটে পরিব্যক্ত করিলেন। কিন্তু, ব্যক্ত কবিবার সময় যেমন হর্ষ ছিলেন, পরক্ষণে তেমনি বিমর্ষ হইলেন। যে দৈব অনুকূল হইয়া জাহ্নবী-গর্ভে মোহিনী দেখাইয়াছিল, ঘটনার প্রাবল্যে সেই দৈবই প্রতিকূল হইল। পিতৃব্যের চির-মমতা-সুলভ স্নেহ-সম্ভাষণ, কাল ক্রমে আশীবিষ দংশন হইয়া উঠিল। পিতৃব্য ভবানীপতি কলিকাতার সম্বন্ধের কথা শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হইলেন। বলিলেন,—

"কলিকাতায় বিবাহ! কদাচই হইবে না। কলিকাতায় বিবাহ দিতে আমার আদও মত নাই। কলিকাতার আচাব ব্যবহার যদিও সম্পূর্ণ মন্দ বলিতে পারি না; কিন্তু, কলিকাতাস্থ স্ত্রীলোকগুলির ব্যবহার যে অতি আশ্চর্য্য, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কলিকাতার কামিনীরা অধিক বিলাসী, বিশেষত যাহারা ভদ্রকুলোদ্ভবা। কলিকাতার স্ত্রীলোকেরা যে

বিলাস তাহা বলা বাহুল্য। রমণীকুলের পরম সৌন্দর্য্য যে লজ্জা; তাহা কলিকাতাস্থ কামিনীদের কিছুমাত্র নাই। কলিকাতায় পতিপরায়ণা স্ত্রী থাকিলেও থাকিতে পারে;—কিন্তু আত্মীয়-পরায়ণা আছে কি না সন্দেহ।"

পিতৃব্যের কথা শুনিয়া মন্মোহন দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "[illegible]! এটি আপনকার অসঙ্গত সংস্কার। দেশের গুণে স্বভা[illegible]য়া থাকে কি কখন সঙ্গত হইতে পারে। এক দেশে যে কত র[illegible] লোক আছে তাহা কে বলিতে পারে? আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীতরু নাই,—না অরণ্যানী মাঝে সহকার-শাখীর উদ্ভব হয় নাই?

ভবানী। "হাঁ উর্ব্বরা ভূমিতে কণ্টকীতরু জন্মে ও অরণ্যানী মাঝেও সহকার-শাখী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু, লবণ-সাগরে লবণ স্বাদযুক্ত ভিন্ন সুধারস-সম্পন্ন জল চির-দুর্ল্লভ।"

মন্মোহন কহিলেন, "মহাশয়! কলিকাতায় বিবাহ দিতে যদি আপনকার মত না হয়, তাহাতে অনুমাত্রও দুঃখ নাই। কিন্তু, কলিকাতার নিন্দা শুনিলে অতিশয় দুঃখিত হইতে হয়। যেখানে অসংখ্য লোকের অধিষ্ঠান, যে কলিকাতা সুদীর্ঘ ভারত-ভূমির রাজধানী, যে কলিকাতায় সাধুর অগ্রগণ্য, বিধর্ম্মীর একশেষ, দরিদ্রের অধম ধনীর শ্রেষ্ঠ, মুর্খের চূড়ান্ত, পণ্ডিতের মান, গণিকার অগ্রগণ্যা সাধ্বীর আদর্শ রূপিণী আছেন; সেই মহানগরী কলিকাতাকে সামান্য কারণে দোষস্পর্শী বলা অন্যায়।

ভবানীপতি বলিলেন, "মন্মোহন! কলিকাতা যে দোষস্পর্শী তাহা কে না বলিবে! পৃথ্বীখণ্ডের আর দোষ গুণ কি—কেবল জল বায়ু, তবে অধিবাসী লোকদিগের দোষ গুণই দেশ মাত্রের দোষ গুণের হেতু। অতএব কলিকাতাস্থ লোকদিগের আচার ব্যবহারে কলিকাতা অবশ্যই নিন্দনীয়।

পথ ভ্রান্ত পান্থকে পন্থা প্রদর্শন করা যে সদাচারের অনুষ্ঠান, তাহা কলিকাতা-বাসী মাত্রেই জানেন না। বরং পথ জিজ্ঞাসা করিলে মর্য্যাদার অনুগামী হইয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে যে কোন করুণ-হৃদয় পন্থা-প্রদর্শন আচারটিকে সদাচার বলিয়া বুঝিয়াছেন, বোধ করি, তিনি কলিকাতা সমাজের অন্তর্ভূত নহেন। দ্বিতীয়তঃ—আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা করা কলিকাতা বাসীদিগের প্রয়োজনীয় নহে; কেবল সম্ভ্রমের সহিত আত্মীয়তা করাই তাঁহাদের প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ--কাতরজনের প্রতি কৈবল করিয়া যে করুণা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। বরং এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট করুণা শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে, উত্তর-দাতা আপন জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া দেন; 'করুণা শব্দের অর্থ নাই,—আদেশ আছে—করো না।' চতুর্থতঃ—কলিকাতাতে দোষ গুণের বিশেষ বিচার নাই। তবে যদি বল, কলিকাতায় এত এত 'রাজাবাহাদুর', 'রায়-বাহাদুর' রহিয়াছেন, তাঁহারা কি বিশেষ গুণ সম্পন্ন-নহেন? আমি তাহার বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারি না; এইমাত্র বলিতে পারি, হয় তাঁহারা রাজকার্য্য সাধনার্থে কতক পরিমানে অর্থ ব্যয় করিয়া 'রাজাবাহাদুর' হইয়াছেন, নয় দরিদ্র প্রজাদিগের ট্যাক্স বাড়াইয়া রাজ সংসারের আয় বৃদ্ধি করিয়া হইয়াছেন। মনেও করিও না যে তাঁহারা দরিদ্রদের হিত-সাধন করিয়া প্রধান হইয়াছেন।"

মনোমোহনের জননী কোন কথাই কহিলেন না, দেবরের মতেই সম্মত হইলেন। মনোমোহনও পিতৃব্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন, ক্ষোভযুক্ত হইলেন, দুঃখিত হইলেন, হতাশও হইলেন; কিন্তু বাক্যব্যয় বা কোন কথার পুনরুক্তি পর্য্যন্তও করিলেন না; মনে মনে বলিলেন, "হা বিধে! ——"ইঁচটে পড়িয়া পদ্মনাভ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেঘান্তরে অশনি।

মৃণাল ভাবিয়ে পরশিতে তাঁহি—দমাশিল আসি বুকে।—

মায়াবতী একখানি পত্র হস্তে করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। পত্র দেখিয়া সকলেই চঞ্চল হইলেন। প্রেমদা বলিলেন, "মেজদাদা লিখিয়াছেন," চন্দ্রমা বলিলেন, "এতদিনের পর মামা বুঝি পত্র লিখিয়াছেন।" এইরূপে পত্র লইয়া মহা হুলস্থুল হইল। কাহার প্রেমসিন্ধু উথলিল, কাহার বিদেশী নাথ ঘরে আসিল, মায়াবতী মনে মনে খাইল, অবশেষে বৃদ্ধা বলিলেন, "পত্রখানি খোলাই হউক না।"

বৃদ্ধার আদেশানুযায়ী পত্রখানি খোলা হইল। প্রেমদা পত্রখানির অভ্যন্তরে, গৌর চন্দ্রিকা দেখিতে পাইলেন না। —পাঠ আরম্ভ করিলেন—

"মহাশয়াগণ। আপনাদিগকে কি বলিয়া যে পত্র লিখিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।—আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া, আপনারা পাছে চন্দ্রমার অন্যত্র কোথাও বিবাহের চেষ্টা না করেন; কেবল সেই জন্যই সমাচার লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কলিকাতায় বিবাহ দিতে পিতৃব্য মহাশয়ের মত হইল না। তিনি বলিলেন, 'কলিকাতায় কদাচই বিবাহ দেওয়া হইবে না।' এক্ষণে কাকাই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং তাঁহার অমতে বিবাহ করিতে অক্ষম। অধিক কি লিখিব, মনের উচ্ছ্বাস মনেই মিশাইল, মা না থাকিলে উদ্বন্ধনে মরিতাম ইতি।" শ্রীমন্মোহন বসু বাসদেবপুর।

পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন, হতাশও হইলেন। চন্দ্রমাও যে হতাশ হইলেন বলা বাহাল্য, কারণ আমরাই যখন হতাশ হইতে বাধ্য, তখন তাঁহার হতাশ হওয়া বিচিত্র কি। কিন্তু;—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘটক মহাশয়—না চাঁদকবি।

মনোমোহনের চন্দ্রমা মিলন-রূপ আশা-লতা, সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতি কুহকীর প্রভাবে তিনি চন্দ্রমাকে ভুলিতে পারিতেছেন না। যে চন্দ্রমার চন্দ্রমা-নিন্দি-রূপ অন্তর আকাশে উদিত হইলে তাঁহার আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিত; এখন সেই রূপ মনে করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। হতাশ, তাচ্ছীল্য, সন্তাপ, বিমর্ষ প্রভৃতি আশা-পথের কণ্টকাবলি, তাঁহার জাগ্রত-সহচর রূপে গণিত হইয়াছে। নবপ্রস্ফুটিত কুসুম গন্ধময়—সান্ধ্য-সমীরণ, চন্দ্রালোক পূর্ণ—স্বচ্ছ-সরসী, প্রাতঃসমীরণ সংযুক্ত—কুসুমোদ্যান, মধুরতা-পূর্ণ—আত্মীয়-সম্ভাষণ, লয়তানপূর্ণ—সঙ্গীত-ধ্বনি প্রভৃতি প্রকৃতি সিদ্ধ সন্তোষ, তাঁহার পক্ষে বিমর্ষ বৃদ্ধিকর হইয়াছে। জন-পূর্ণ—ভবন ও শাখী-পূর্ণ উদ্যান, তাঁহার চক্ষে শূন্যময় দেখাইতেছে। দেশ যেন খাঁ খাঁ করিতেছে।

অনূঢ়-যুবা ও অনূঢ়া-কুমারী থাকিলে, বাটীতে ঘটকাগমের অভাব থাকে না। এমন কি পাড়ার প্রতিবাসীর বাড়ীতে যদি কেহ কুটুম্বরূপেও উপস্থিত হন, তিনিও সুবিধামত কন্যা পাত্র দেখিতে ছাড়েন না। তবে কাহার পরিণয়-ফুল ফুটিয়া যায়, কাহার ফুটিতে ফুটিতেও ফুটে না, কাহার আবার কুঁড়িতে শুকায়—এই বড় জ্বালা।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। চাষী লোকেরা ভূমি কর্ষণ ছাড়িয়া জলপান করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পল্লীগ্রামবাসীরা স্নান করিবার

উদ্যোগ করিতেছেন। পুরবাসিনীরা কুম্ভ কক্ষে করিয়া স্নান সমাপন করত শাকুকেশ্বর নদীর স্বচ্ছ-সলিল বহন করিতেছেন। এমন সময়ে এক বিদেশী ব্রাহ্মণ, বাসদেবপুর গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া, গ্রামবাসীদিগের নিকট অনুসন্ধান লইয়া, অবশেষে উদ্দেশ্য ভবানীপ্রতি বসুর বাটীর নিকটস্থ হইলেন; এবং দ্বারের নিকটস্থ হইয়া "বসুজ মহাশয় বাড়ীতে আছেন গো! বসুজ মহাশয় বাড়ীতে আছেন গো।" বলিয়া, সদর-মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত নহে—তৃণাচ্ছাদিত। কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, এবং দর্শন জালিতে বেণুশিল্প ও লেপন পারিপাট্য আছে।

ভবানী বাবু বাটীর ভিতরে ছিলেন, সহসা আহ্বান শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, এক জন অপরিচিত বিদেশী দণ্ডায়মান। বিদেশীর গলায় যজ্ঞোপবীত ছিল, তদ্দর্শনে ভবানী বাবু প্রণত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় নিবাস?"

ব্রাহ্মণ। "আঁকিড়ি শ্রীরামপুর।"

ভবানী বাবু ব্রাহ্মণকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ভক্তি সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন, ভবানী বাবুও ভিন্ন আসনে উপবেসন করিলেন। ভবানী বাবু বাহিরে আসিবার পরক্ষণেই আর দুই এক জন বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিদেশী ব্রাহ্মণের রূপ-স্বরূপে বর্ণন করা কঠিন ব্যাপার, সেই জন্য রূপ বর্ণন করিতে বাকি থাকিল, তবে পাঠক মহাশয়ের কৌতুহল বাড়াইবার জন্য বলিতে হইল যে তাঁহার বর্ণ দেখিয়া হুকা অভিমান পরবশ হইয়া সময়ে সময়ে ধূমরূপে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। যজ্ঞোপবীত বর্ণেরি অনুরূপ; যাহার বর্ণানুভূতি নাই, তাহার চৈতন্য সাধনের জন্য, ব্রাহ্মণ শিরোপরি

চৈতন্য ধারণ করিয়াছেন। বেশীর ভাগ দক্ষ, ব্রাহ্মণ নিন্দা পাপ? অঙ্গ সৌষ্ঠব অঙ্গ সৌষ্ঠবেরি অনুরূপ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বসুজ মহাশয়! আপনকার নিকটেই আমার আসা হইয়াছে।"

ভবানী। "আমার পরম সৌভাগ্য, মহাশয় কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ। "চরমে পাইতে গতি; স্মরয়ে ভবানীপতি।—আপনি শুভ্র আপনকার নিকটে গতির আশে আসিনাই, একটি মানস করিয়া আসিয়াছি।"

ভবানী বাবু আপনাআপনি লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, "অধীনকে কি আদেশ করিতে আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ। "শুনিলাম আপনকার একটি অবিবাহিত ভ্রাতষ্পুত্র আছেন, তাঁহারি সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছি।"

ভবানী। "কোথায় সম্বন্ধ, কাহার কন্যা?"

ব্রাহ্মণ। "জঙ্গল পাড়ায়, প্রাণকৃষ্ণ সিংহের কন্যা।"

ভবানী। "কন্যাটির নাম কি?"

ব্রাহ্মণ। "মানস কুসুম।"

ভবানী। "বলিতে সাহস হইতেছে না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কন্যাটি দেখিতে কেমন?"

ব্রাহ্মণ। "রূপের নাহিক তুল, বরণ গোলাপ ফুল,
তাম্বুল বিনেও ওষ্ঠ লোহিত রঞ্জিত;
কি ছার খঞ্জনপাখী, কামের কামান আঁখী,
নিটোল ললাট, ভুরু ধনু বিনিন্দিত।"

ভবানী। "মহাশয়ের কি নাম?"

ব্রাহ্মণ। "পঞ্চানন সার্ব্বভৌম।"

ভবানী। "মহাশয় কি অধ্যাপক?"

পঞ্চা। "বিদ্যার নামে ঘণ্টম্বা, ভরসা মাত্র জগদম্বা। ঘটকালি করে খাই বাবা, ওটা কুলোপাধি মাত্র।"

ভবানী। "কন্যাটির পিতা আছেন ত?"

পঞ্চা। "আগে ছিলেন—এখন নাই, দেখবো খুজে—যদি পাই।"

ভবানী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কন্যাটি তবে বেদো নাকি?"

পঞ্চা। "কন্যাটি বেদো নয়—শাস্ত্র বেদো, এই শাস্ত্রে বলে সপ্তমাতা—আর সাড়ে আঠার না—না! পঞ্চপিতা; তাই বলি একান্তই যদি আপনার দরকার হয়, তবে খুঁজে পেতে একটা না হয় বার করা যাবে।"

ভবানী বাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, "বিবাহের তবে কর্ত্তা কে?"

পঞ্চা। "কর্ত্তা জগৎ কর্ত্তা, আর আমি অবলম্বন।"

ভবানী। "আপনা হইতেই কার্য্য সিদ্ধি হবে ত?"

পঞ্চা। "হাতে যদি থাকে বল,—বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে যা যা চাই তাত চকে চকেই আছে। তবে ছেলেটির দুপাত ইংরাজী জানা, মেয়েটির রূপ,—শেষটা আপনার দুহাজার নেওয়া, আর তাঁর দুহাজার দেওয়া। এখন কথার মধ্যে ছেলেটি ইংরাজী জানেন কি না জানা আবশ্যক। মেয়ে,—তা চক্ষু থাকে দেখে নেবেন।"

ভবানী বাবু বলিলেন, "ছেলে উত্তম ইংরাজী জানেন।"

পঞ্চা। "উত্তম মধ্যমে দরকার নাই, চাই বাবা—পাসকরা বাবা পাসরাস্থানা চাই বাবা।"

ভবানী। "হাঁ পাসের সার্টিফিকেট।"

পঞ্চা। "তবে আর কি সে বিবাদ ত মিটেই গেছে, এখন কথার মধ্যে আপনার বিবাহ দিতে মত আছে কি না তাই বলুন।"

ভবানী। "হাঁ আমার মত আছে তবে দেনা পাওনার কথা,—আচ্ছা সে—না—হয়—পরেই হবে। এখন স্নান কর্‌বেন চলুন।"

পঞ্চা। "'শুভস্য শীঘ্রং,' স্নান পরে হবে,এখন গহনাপত্রের কথাটাই চুকুক।"

ভবানী বাবু তাও কসিতে বসিলেন না, ভদ্রতা পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! গহনার কথা আমাকে আর বলিতে হইবে কেন! আপনি ত সকলি জানেন।"

পঞ্চা। "হাঁ! মহামুনিকে মন্ত্র দীক্ষা, বৃহস্পতিকে বেদ শিক্ষা;—বিবাহের দেনাপাওনার কথা আমাকে বিশেষ কিছুই বল্‌তে হবে না; তবে জিজ্ঞাসা একবার কত্তে হয়—তাই কল্লুম।

ভবানী বাবু বলিলেন, "মহাশয়! বেলা অনেক হয়েছে এখন স্নান করবেন চলুন।"

ভবানী বাবুর ও বুভুক্ষার অনুরোধে ব্রাহ্মণ স্নান করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণকে স্নাত দেখিয়া হুতাশন-দেব তাঁহার জঠর-দেশে আসন গ্রহণ করিলেন। সুতরাং কাগা, বগা, তপ, তাপি, হ, য, ব,র,ল, করিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্রই সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। এবং জলপান স্থলে উপস্থিত হইলেন।

বাসদেবপুর পল্লীগ্রাম, এখানে সদাসর্ব্বদা মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। সুতরাং ভবানী বাবুর বাটীতে দেশাচার সুলভ মুড়ি, খোই, বাতাসা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ভবানী বাবু এক জন 'রিয়েল' হিন্দু, তিনি অযোগ্য বোধে ব্রাহ্মণকে মুড়ি না দিয়া খোই বাতাসা (প্রকারান্তরে অয়ের পথ্য) দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের জঠরানল জলিতেছিল, খোই দেখিয়া আবার ক্রোধানল জলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যে পেটেতে ছিষ্টি ধরে, সে পেট কি এই খো'য়ে ভরে। খোই খেয়ে কি হোই হোই করে যাব?"

ভবানী বাবুর পশ্চাতে একটি নব্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, তাঁহার মুখ আর থাকিল না, তিনি বলিলেন, "ঘটক মহাশয়—না চাঁদকবি।"

অনন্তর ব্রাহ্মণ আপন ইচ্ছানুচিত জলপান করিলেন, কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বলিতে পারি না। কারণ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়র মধ্যে, চর্ব্ব্য মিলিল, চোষ্যর মধ্যে বৃদ্ধ অঙ্গুলি, লেহ্য অলেহ্য দেশাচার মতে পাঠক মহাশয়ের বিচার সাপেক্ষ। দারুকেশ্বরের অনুগ্রহে পেয়র অভাব নাই স্বীকার্য্য।

ব্রাহ্মণ বাড়ী গমন করিতে ব্যগ্র হইলেন। অগত্যা ভবানী বাবু তাঁহার মতেই স্বীকৃত হইলেন, এবং কন্যা নিরীক্ষণ হেতু এক জন লোককে প্রেরণ করিলেন। যিনি কন্যা দেখিতে চলিলেন, তাহার রূপগুণ জানিয়া পাঠকের কোন লাভ নাই, আমাদের বলিবারও আবশ্যক নাই। তবে এই মাত্র বলি তাঁহার দুইটি চক্ষু আছে—না থাকিলেও থাকা উচিত। আর তাঁহার বা তর্দ্দুভয়ের গমন দেখিলে, অমৃত-ভাষীর—"দড়বড়ি চড়ি-ঘোড়া অমনি চাবুক ;" ও দাশরথীর—"ধনু হতে যেন বাণ ছুটে ;" মনে হয়।

কন্যা নিরীক্ষণ করিতে বিলম্ব হইল না। নিরীক্ষক অচিরকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। কন্যা দেখিয়া বিবাহ দেওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ভবানীবাবু কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। কুল-মহিলাগণ উপস্থিত সময়ের উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। শ্যামের-মা, সারদার পিসী, মেজ-বউ, ছোটগিন্নী, কণে-বউ, নূতন-দিদি, মকর, গঙ্গা-জল, আতর, কদম, না-দেখলে-মরি, গোলাপ, মন-মিছরী, দেখন-হাসি, মনের কথা, প্রভৃতি জ্ঞাতিও প্রতিবেশী মহিলাগণ, ধোলা মঙ্গলা, ভাণ্ডার স্থাপন, হরিদ্রোৎসব প্রভৃতি মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বাসদেবপুরে বসু ভবন ভবন মাত্র খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে খোই, মুড়ি, তেল, হলুদ প্রভৃতি রমণীরা সেই খানেই বিচরণ করিতে লাগিলেন, বা উপস্থিত থাকিলেন। বসু ভবন মধ্যে রাম, হরি, ভব, গণেশ, কেদার, উমেশ, [illegible]

পুঁটে, কাল, প্রভৃতি বালকগণ, ও থাক, আমোদ, মহামায়া, ভবানী, মনোরমা, শৈলবালা, প্রেয়সী, পদ্মমুখী, গিরিজায়া, জ্ঞানদা, মোক্ষদা, সুখদা, অন্নদা, প্রভৃতি বালিকাগণ; কিল কিল করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহন্তের ঘানিটানা, নবীনের দীপান্তর, পৃথিবী পাপের ভারে টলমল কচ্ছে, গঙ্গা আর বাইস বছর আছে, দামুদরে গঙ্গা আস্‌বে, জগন্নাথ কলির জাগ্রত দেবদা, কালীমাকে কমভেবোনা, ধর্ম্ম আর নাই, অভয়ের জরিমানা, সারদা বেকসুর খোলসা, তোরা বসে কেন গো, এর পর কখন কি হবে, প্রভৃতি রমণীজনের কুহুশব্দে বাটীখানি টল মল করিতে লাগিল। হাঁচিতে—কাসিতে তোপধ্বনি নিন্দা পাইল। মধ্যে মধ্যে বালকেরা অন্য বালক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মা মাসীর নিকটে আসিয়া নালিস রুজু করিতে লাগিল। মহিলাগণ, দরখাস্ত শুনিয়া অলপেয়ে লক্ষ্মীছাড়া, ড্যাগ্‌রা, চুলাশুকো, উনানমুখো, ইত্যাদি বাচনিক দণ্ডে আসামী বালকদিগকে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়! 'সোমপ্রকাশ,' 'প্রভাতী,' 'হালিসহর,' 'চন্দ্রিকা,' 'বঙ্গদর্শন,' 'আচার্য্য,' 'হিন্দুদর্শন,' প্রভৃতি দৈনিক, পাক্ষিক, ও মাসিক পত্রাদিতে যে সকল অদ্ভুত সমাচার কখন না শুনিয়াছেন, আজি বসু বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বার্ত্তাকিঙ্ক পত্রে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। যথা—"শীতলা মা কান্দিতে কান্দিতে ঘোষালদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ভুতে আমাকে তেড়ে এসেছিল, কি ভাগ্‌গি তাই ধরে নাই;" ইত্যাদি ইত্যাদি।

নব্য সম্প্রদায়ের রমণীগণ, উল্‌কী, সিন্দুরের টোপ্‌পা, পাসা, কাউটি, পংচে, নত প্রভৃতি অসভ্য সজ্জা পরিহার পূর্ব্বক, বেলয়ারী চুড়ি, নোলক, কর্ণ-তরঙ্গমল প্রভৃতি ইদানীন্তন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, ঝমাক্ ঝমাক্ শব্দে পাদ-পরিচালন করত, এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে করিতে, কুলাঙ্গার যুবাদের নায়নিক দর্শন-স্পৃহা ও আন্তরিক শুল বেদনা বা অন্তরজ্বালা উৎপাদন

করিতে লাগিলেন। ভবানী বাবু চারিদিকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। লেখককে নিমন্ত্রণ না করিলেও লেখক অনাহূত অবস্থাতেই উৎসব দর্শন হেতু বন্ধু ভবনে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইল।

নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আত্মীয় মহিলারা শিবিকারোহণ করত বন্ধু বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিবাহ উপলক্ষে কত ভদ্রলোকের বাস ভবন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। কত ভদ্রলোক আত্মীয়তার অনুরোধে প্রাণসমা ভার্য্যাকে বিদায় দান করিয়া, বিটপী শূন্য—উদ্যানের ন্যায়, শাখা—শূন্য-শাখীর ন্যায়, বিহঙ্গশূন্য—পিঞ্জরের ন্যায়, কমলশূন্য—মৃণালের ন্যায়, ফল-পুষ্প শূন্য—বৃক্ষের ন্যায়, জনশূন্য—ভবনের ন্যায়, প্রাণ শূন্য—দেহের ন্যায়, অথবা বৎসহারা—গাভীর ন্যায়, উদাস মনে ও শূন্য—হৃদয়ে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাই বলি জগদীশ! তুমি পাঁচটি গৃহকে শূন্য না করিলে একটি গৃহকে পূর্ণ করিতে ও পাঁচজনকে না কাঁদাইলে এক জনকে হাসাইতে পার না।

এদিকে পুরাঙ্গনা ও আত্মীয়াঙ্গণা, সময় পাইয়া জল সহিতে বাহির হইলেন, রাসদেবপুরে অডিকলম, পমেটম, আতর, গোলাপ ইহা। কিছুই দেখিতে পাইলাম না কেবল হরিদ্রার ছড়াছড়ি দেখিলাম। একটি কৃষ্ণাঙ্গী তৈল হরিদ্রা সংযোগে ছাঁকা সিঙিব ন্যায় রূপ ধরিয়া প্রতিবাসিনী প্রভৃতিকে আহ্বানচ্ছলে গাইল————"আয় গো কদম গঙ্গাজল, (২) মন্মোহনের

বিয়ে সবে সইতে যাব জল। সবে সুসজ্জিত হয়ে, বরণডালা মাথায় লয়ে, আয় না আসিগে জল সয়ে বিলম্বে কি ফল। করে লয়ে জলের ঝারি, বের না গো দিয়ে সারি, আয় না গো যুবতী নারী বের না সকল।"

কৃষ্ণা এই রূপে বাক্য সঙ্গীত ও ছড়ায় ছড়াছড়ি করিয়া চলিল। এই-

থাকে পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া ভাল, যে কৃষ্ণা একজন ভদ্রকুল-মহিলা নহে, 'সে বাঙ্গীমি' 'গিবিজায়া' ধরণের লোক। বসু-বাটীতে বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল, বাদ্যাদির রবে প্রতিক্ষণেই চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু, যাঁহার জন্যে এই উৎসব, উৎসব দেখিয়া তাঁহার আনন্দ বাড়িল না—বিষাদ বাড়িল। প্রজ্বলিত অঙ্গারে ক্রমে ক্রমে পাংশু আশ্রয়বৎ তাঁহার যে মনোবৃত্তি ঈষদ মন্দীভূত হইয়াছিল, উৎসব রূপ ঘৃতাহুতিতে তাহা পুনর্জ্বালিত হইল। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুবারি উৎসারিত হইতে লাগিল, চন্দ্রমার সেই সুনির্ম্মল রূপ, তিনি যেন নয়নে নয়নে দেখিতে লাগিলেন। আবার অশ্রুনীর আসিয়া তাঁহার দৃষ্টির গতিরোধ করিলে আর যেন দেখিতে পাইলেন না। পুনঃক্ষণে অশ্রু সম্বরণ করিলে, আবার চন্দ্রমা যেন তাঁহার নয়নপথে উপস্থিত হইলেন। পরক্ষণে ক্ষণপ্রভা রূপিণী যেন ক্ষণজন্মার ন্যায় আবার লুকাইলেন, তিনি আর যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে তিনি মনোবেদনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার সে যন্ত্রণা অচিরস্থায়ী হইল, যন্ত্রণাপহারিণী তন্দ্রা আসিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে অঙ্কশায়ী করিলেন। তিনি নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া বহির্বাটীর কক্ষস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি পতিত হইলেন। যে স্থানটিতে তিনি শয়নশায়ী হইলেন, সে স্থানটি নির্জ্জন ছিল, সুতরাং ক্ষণকালের জন্য সেই মধ্যাহ্ন নিদ্রা তাঁহার সুখ নিদ্রা—অথবা তৃষ্ণাতুর কুররীর মৃগতৃষ্ণা হইয়া উঠিল।

মন্মোহন নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলেন, চন্দ্রমা যেন আসিয়াছেন ও তাঁহার উপাধান পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "প্রিয়বর! হতভাগিনীকে কি চিনিতে পারেন? জীবিতেশ! আপনি আমায় চিনিতে পারুন—অথবা নাই পারুন, হতভাগিনী আপনকার চিরসেবিকা। প্রাণবল্লভ! জাহ্নবী গর্ভে যে দিন আপনাকে অবলোকন করিয়াছি, সেই দিনেই হতভাগিনীর এই

সামান্য জীবন, অপ্রকাশ্যরূপে আপনাতে সমর্পিত হইয়াছে। জীবিতেশ! পত্রে লিখিয়াছেন, 'আপনারা পাছে চন্দ্রমার অন্যত্র কোথাও বিবাহের চেষ্টা না করেন, কেবল সেই জন্যই সমাচার লিখিতে বাধ্য হইলাম।' কেন নাথ! হতভাগিনীর প্রণয়-নিগড় আপনার চরণে কি ভার বোধ হইয়াছে? প্রাণেশ! যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে হতভাগিনীকে অনন্ত-কাল-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিবার আদেশ না করিয়া, অন্য হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? প্রাণবল্লভ! আপনি কি জানেন না, যে হতভাগিনীর এ জীবনের সুখসম্ভোগ, প্রেম, মমতা, ঐশ্বর্য্য, জীবন, সর্ব্বস্ব আপনার ঐ চরণ-তলে অর্পিত হইয়াছে। আর চরণাশ্রিতাকে চরণে ঠেলিলে, হতভাগিনীর জীবন জল-বুদ্‌বুদের ন্যায়, অনন্তকালসাগরে মিশ্রিত হইবে? বল্লভ! আপনকার সুরম্য লেখনি হইতে যখন হতভাগিনীকে অন্যের সঙ্গিনী করিবার আদেশ বাহির হইল, তাহার পূর্ব্বে আমার জীবন বাহির হইল না কেন?—কেন নাথ? প্রিয়তম! আপনি লিপি প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; হতভাগিনী কিন্তু পত্র পাইয়া উন্মাদিনী বেশে দেশে দেশে আপনকার উদ্দেশ করিতেছে।" মন্মোহন স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইলেন, তাঁহার মনোমধ্যে যে কি ভাবের উদয় হইল, যিনি বিশাল-সাগরের উচ্ছ্বাসরাশির সেই প্রথমোদাম দেখিয়াছেন, যিনি উষা-সাময়িক পূর্ব্বাচলের আনন্দরাশি আপন চক্ষে বিলোকন করিয়াছেন; তিনিই তাহা বলিতে পারেন; আমার এ স্বপ্নময়ী কল্পনা তাহা বলিতে পারিল না। তিনি নিদ্রিতাবস্থাতেই চন্দ্রমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টিত হইলেন—কিন্তু পারিলেন না, অপরাধরূপ কণ্টকে তাঁহার বাক-পথকে অবরুদ্ধ করিল, সুতরাং তিনি কথা কহিতে অক্ষম হইলেন। পরক্ষণে আবার মার্জ্জনা প্রার্থনা পূর্ব্বক চন্দ্রমার চরণে ধরিতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে স্পর্শসুখও ঘটিল না, চন্দ্রমাকে দেববালা-বোধে, তিনি স্পর্শ করিতে

আপনাআপনি কুঞ্চিত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন।—সুখের সময় অচিরস্থায়ী, সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি জাগ্রত হইলেন, দেখিলেন, দেববালা নাই।

ফণিনী বিহনে নিবেছে দেউটি, বিবর আঁধার পুনঃ।—

মন্মোহন জাগরিত হইয়া দেখিলেন, মনোমোহিনী পলাইয়াছেন। যে রূপ-প্রভায় তাঁহার শয়নগৃহ আলোকিত হইয়াছিল; তদ্বিরহে সেই গৃহই পুনরন্ধতমসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেববালা-রূপিণীর সে লাবণ্য চন্দ্রিকা, তাঁহার অন্তর-সরসীকে আর আলোকিত করিতেছে না। সে লয়-তান-পূর্ণ গীত বিনিন্দিত মধুর-বৈখরী, সেই চির-বাঞ্ছনীয় পিপাসান্তক প্রিয় সম্ভাষণ, সেই প্রণয়ানুরাগপূর্ণ আত্মবিলাপ, সেই পাতিব্রত্যপূর্ণ সতীত্ব-পরিচায়ক মিষ্ট সম্ভাষণ, সেই কমনীয়তার আবাস-ভূমি স্বরূপ বিমল মূর্ত্তি; অনন্ত কালের জন্য অনন্ত-কাল-সাগরে বিলীন হইয়াছে। সুতরাং সেই হতাশ, সেই তাচ্ছীল্য, সেই সর্ব্বসময়-সুলভ বিমর্ষ-পূর্ণ মনোবেদনা দ্বিগুণরূপে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া মনে মনে কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন, চিন্তা-বেগে অতীতকালের ঘটনাও বর্ত্তমানের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিপথে বিচরণ করিতে লাগিল। প্রেমদার কণ্ঠোচ্চারিত সেই কথা, যে কথা, চন্দ্রমা তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, চন্দ্রমা নবানুরাগ-প্রিয় তরুণী, তাঁহার ন্যায্যান্যায্য বিবেকের ক্ষমতা নাই, তথাপি যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়াও আমার মনোভাব না বুঝিয়া অনায়াসেই আমায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু, আমি এমনি হতভাগ্য, যে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ না হইয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া, তাঁহার

অর্পিত-আত্ম গ্রহণ করিতেও পারিলাম না। ধিক্‌ রে বঙ্গ! ধিক বঙ্গগত আত্মীয় বশীভূতি, যে আত্মীয় বশীভূতির অনুরোধে স্বামী অভিলষিত পত্নীলাভে বঞ্চিত হইলাম, যাহার অনুরোধে প্রিয়ার কণ্ঠোচ্চারিত মধুর বাক্য শ্রবণে শ্রবণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলাম না, যাহার অনুরোধে তাঁহার চির-সহ বাস-জনিত অশেষ সুখে বঞ্চিত হইলাম, বঙ্গবাসীরা সেই আত্মীয় বশীভূতিকেই সভ্যতায় অনুষ্ঠান বলে: যে বহ্নিতে মানবহৃদয় দ্রবীভূত হয়, যাহার পীড়নে চির-বাঞ্ছনীয় পরম স্পৃহনীয় প্রণয়ের আশা উচ্ছেদিত হয়, যাহার মাহাত্ম্যে পরতে পরতে শিরায় শিরায় বহ্নিজ্বালা জ্বলিতে থাকে, যে বিষম-বিষে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরীভূত হয়; সে আত্মীয় বাশম্বদা আবার সভ্যতার পরিচায়ক কিসে? সেত ঘোর অসভ্যতা। তিনি আরও ভাবিলেন লোকে হারাণ-ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, বহুযত্ন পুরঃসর সে রত্নটিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে, আমার সেই জীবিতকালের সর্ব্বস্ব রত্নটিকে পাইয়াও স্পর্শ করিলাম না—করিলাম না কেন? চেষ্টা করিয়াছিলাম—পারিলাম না। হা প্রিয়সি! তুমি আমার জন্য চির-জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিন্তু আমি তোমায় আত্ম সমর্পণ করিতে না পারিয়া খুল্লতাতের অনুরোধে বিষ-সাগরে আত্ম সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। হা জগদীশ! এ বিড়ম্বনা কেন?

প্রিয়ে! খুল্লতাতের অনুরোধে অন্য জনকে বিবাহ করিব বটে, কিন্তু, কদাচই আত্মসমর্পণ করিব না। অন্যের সহিত পরিণয় হইবে বটে, কিন্তু প্রণয় কদাচ হইবে না। তুমি যেমন আমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছ, আমিও তদ্রূপ তোমায় আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা করিব, ঘটনার প্রাবল্যে যদি আত্মসমর্পণ করিতে না পারি ও তোমার সহিত এজীবনে আর মিলন না হয়, তবে অনন্ত কাল-সাগরে জীবন সমর্পণ করিব, তথাপি অন্য জনকে আত্মসমর্পণ করিব না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মিলন সুখ বাসরে।

উপল সময় গুণে কৌস্তুভ রতন।

ক্রমে ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। ভবানী বাবু শুভক্ষণ দেখিয়া বর, আত্মীয়াদি বরযাত্র ও বাদ্যকর, বাজীদার আদি সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। মন্মোহনের জননী যে বনকাঙ্গলি গ্রহণ করিলেন, অথবা মন্মোহন যে "মাগো! তোমার দাসী আনিতে যাই" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

পথে বাহির হইয়া বাহকেরা দ্রুতপদে শিবিকা বহন করিতে লাগিল। বর ও বরযাত্রগণ যথা সময়ে পাত্রিদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ বালকেরাই "বর আসিয়াছে! বর আসিয়াছে!" বলিয়া গোল ফেলিয়া দিল। তৎপরে কম্বুরবে জঙ্গলপাড়া গ্রামখানি কাঁপিতে লাগিল। তৃতীয়তঃ বামাকণ্ঠে উলুধ্বনি যে কেমন শোভা পাইল--বা শ্রুতি তৃপ্তিকর হইল, ভবানী বাবুর বাদ্যের জ্বালায় আমরা তাহা স্পষ্টরূপে আকর্ণন করিতে পারিলাম না। বর উপস্থিত হইবার অনতিকাল বিলম্বেই বাল্মীকিরচিত রামায়ণের ষষ্ঠ কাণ্ডটি অভিনীত হইতে লাগিল। হাউই, চরকী, দোদমা, বম্ প্রভৃতির শরাস্, ছরর্ ও দুম্, দাম্, শব্দে ধুম্ ধাম্ হইয়া উঠিল। লঙ্কাকাণ্ডের সকলি হইল, কেবল ঘরপোড়া ও ঘরপোড়ার মুখটি পুড়িতে বাকি থাকিল। বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া সকলেই বলিলেন উদ্যোগ অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু, যাঁহার বিবাহ,—তিনি মনে করিলেন—

'——বিবাহ—না বিড়ম্বনা—অনূঢ় নাম খণ্ডনা।'

কেবল শীলতার সভ্যতার ও পিতৃব্যের অনুরোধে মন্মোহন স্বয়ং বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইলেন। বর দেখিয়া রমণীরা স্ত্রী-আচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আচারটি যথার্থ স্ত্রীআচার বলিয়া পরিচয় দিল, অর্থাৎ সে আচার-টিতে কিছুমাত্র ব্যভিচার দৃষ্ট হইল না। তদনন্তর সকলের বিবাহে যতগুলি করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, এ বিবাহেও তাহাই হইল। আমার বিবেচনায় যথা লগ্নেই বিবাহ শেষ হইল, তবে লগ্নভ্রষ্ট হওয়াই যদি সকলের দৃঢ়-সংস্কার থাকে—তবে এ বিবাহের লগ্নও ভ্রষ্ট হইল।

বিবাহের অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না বটে, কিন্তু যে সুখে বিবাহ হইল, সে সুখের কথা আর কাহাকে বলিব, হরি! হরি!! যাঁহার বিবাহ তিনিই জানিতেছেন আর অন্তর্যামী জানিতেছেন।———মনানল, তুষ

অনলসম জ্বলে ধিকি,—ধিকি গো! বদন দেখ্‌তে মুদে আঁখি, বিড়ম্বনা একি দেখি গো। প্রেমের অঙ্কুর, যাহা উঠেছিল. যাহা বিষাদে অনলতাপে জ্বলে গেলো, জ্বলে ধিকি,—ধিকি গো।

বিবাহ লইয়া বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক, কারণ প্রায় সকল বিবাহই এক রূপ। এখন বাসর গৃহে উপস্থিত হইতে পারিলে আনন্দ আছে। অতএব বাসর গৃহে প্রবেশ করিবার পথ অন্বেষণে রত হওয়া যাউক।

এ দিকে বিবাহ কার্য্য পরিসমাপিত হইয়াছে দেখিয়া, মহিলাগণ মনের মত করিয়া বাসর সাজাইলেন। কন্যা গিয়া বাসর গৃহমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বর মহাশয়ও বাসর গৃহে আহূত হইলেন। কন্যাপক্ষীয় পরামাণিক, বরকে বাসর গৃহে লইয়া যাইতে যত্নবান হইল, সুতরাং বর, নবধৃত গিন্নীমা—অথবা যুবক মন্মোহন বসু, বাসরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। মন্মোহন বাসর ঘরে যাইতে যাইতে সম্মুখস্থ গৃহদ্বারে একটি রমণীকে দেখিতে পাইলেন,

দেখিয়াই চমকিত হইলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিল। কিন্তু, "বর না চোর" কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অন্যান্য মহিলাদের আহ্বানক্রমে বাসর ঘরেই প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নী বা মনোবিকারের হেতুরূপিণী, চিনাংশুক দুকূলে বদন ঢাকিয়া নবানু-রাগের ফাঁদ পাতিয়া, বসিয়া আছেন। বাসর ঘরটি কুসুম নিগড়ে নাট্যশালার রূপ ধারণ করিয়াছে। পরিমলময় শান্ত-সমীরণ নাসারন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য দুই চারিটি কুল-মহিলা ও বসনালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া কন্যাটির চতুষ্পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বাসর ঘর মধ্যে যে আলো জ্বলিতেছে তাহা বলিতে হইবে না। কারণ—

আঁধার বাসর নহে, হস্ত্য অন্ধকূপ।—

কন্যাটির সজ্জাও সুখ-বাসরের সজ্জা দেখিলে সকলেরি আনন্দ উদয়ের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মহিলাগণের হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আরও অধিকতর আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু, দুঃখের কথা আর কি বলিব হরি! হরি! এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও মন্মোহন বিষাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পাত্রিটির স্বকম-মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি অন্যের চক্ষে স্বভাবের সৌন্দর্য্য ভবন বলিয়া অনুমিত হইত, তাহা তাঁহার চক্ষে বিষাদ ভবন হইয়া উঠিল। তাই বলি। মনোবিকারস্বভাব-সৌন্দর্য্যের গরিমাহর।

শারদা পূর্ণিমাকাশে জলদ উদিল,

ফুকরিতে নারি' স্বর, কাঁদিল নীরবে।—

মন্মোহন মনোবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া, চন্দ্রমা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, বিষাদাবনত বদনে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে একটি সুন্দরী বাসর গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ভাবছেন কি?"

মন্মোহন শুনিবামাত্র তাঁহার বদনের দিকে তাকাইলেন, তাকাইয়াই তাঁহাকে চিনিলেন, কুণ্ঠিত হইলেন; এবং তাঁহাকে হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া অপরাধীর ন্যায় বিমর্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরী! অপরাধীর বিবাহে আপনকার এত আনন্দ কেন?" এই কথাটি বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

সুন্দরী উত্তর করিলেন, "নিরপরাধিরই হউক, অপরাধিরই হউক, শত্রুরই অথবা মিত্রেরই হউক, বিবাহ দেখিয়া কাহার আবার আনন্দ না জন্মে! বিশেষত পুরুষের অপরাধ মার্জ্জনীয়, আপনি যদিও কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা মার্জ্জনা করিয়াছি। এখন অমার্জ্জনীয় নারীর অপরাধের মার্জ্জনা আছে কি না তাই ভাবিতেছি।"

বর। "সুন্দরী! আপনকার আবার অপরাধ কি? আপনিই অধমকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন, অধমি কেবল আপনকার নিকটে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারিল নাই। চিরজীবনের জন্য কেবল অনুতাপানলেই দহিতে লাগিল।"

সুন্দরী কহিলেন, "মহাশয়! আজি আপনকার পরম আনন্দের দিন। আজিকার দিনে আপনকার মন এত বিষাদপূর্ণ কেন? বিবাহের নিশীতে দুঃখান্তরে কাল যাপন করা অতি অনুচিত। আপনকার মনোমধ্যে যদি কোন দৈব বিকারের উদয় হইয়া থাকে, তবে নব পরিণীতাকে প্রেমপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিয়া তাহা বিস্মৃত হউন।"

মন্মোহন কাতর স্বরে কহিলেন, "সুন্দরী! আমার মনোবিকার ত সামান্য বিকার নহে যে তাহা সামান্যে দূরীভূত হইবে, এ যে মর্ম্মান্তিক, সাংঘাতিক, ও জীবনান্ত বিকার, জীবনের শেষ না হইলে এ বিকার কখন ঘুচিবে না।"

সুন্দরী কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কাহার জন্যে এ অতুলানন্দের দিনে এত বিমর্ষ হইয়াছেন? ধীমান! আপনকার এ মনোবিকারের হেতু কে?"

যুবা। "সুন্দরি! আমার মনোবিকারের হেতু অন্যকেহই নহেন, তিনি আপনারি স্নেহ-পালিতা চন্দ্রমা।"

সুন্দরী সচকিত ভাবে বলিলেন, "এ অতি আশ্চর্য্য কথা! আপনকার স্বনামাঙ্কিতপত্রে যাঁহাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতে লিখিয়াছেন, যাঁহার বিবাহ-কার্য্য সমাপিত করিয়া আমরা কন্যাদায়ে নিস্তার পাইয়াছি, যিনি অভিলষিত পতি লাভ করিয়া, এখন পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, তাঁহার জন্যে আপনকার মনোবেদনা কেন?"

চন্দ্রমার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া যুবার বক্ষস্থল বিদীর্ণোন্মুখ হইল, নাশারন্ধ্র দিয়া বহ্নিশিখাবৎ দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইতে লাগিল, তিনি স্বরোদন ও অর্দ্ধ কণ্ঠাবরুদ্ধ-স্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! আমি সাধামতে চন্দ্রমাকে অন্যের সহচরী করিতে লিখি নাই। কেবল নিরুপায় হেতুই লিখিয়াছি। আর যে সময়ে সেই মর্ম্মভেদী কথা পত্রে লিখিয়া আপনাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তৎপূর্ব্বেই আমার জীবাত্মাকে নিশ্চিন্তালয়ে প্রেরণ করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না আত্মহত্যাপাপ ভয় ও মাতৃস্নেহ জনিত কৃতজ্ঞতা, আমার সে সুগম পথ অবরুদ্ধ করিল

সুন্দরী কহিলেন, "ধীমান! গত কথায় অনুশোচনা করিয়া কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন নিজ পরিণীতাকে স্নেহ পূর্ণ নয়নে অবলোকন করুণ, তাহা হইলেই সকল বেদনা দূর হইবে। চন্দ্রমার বদলে না হয় মানস কুসুমই আপনকার পত্নি পদে অভিষিক্তা হইলেন, তাহাতে তাঁর দোষ কি? অনুরোধ করি, এখন ইহাঁকে লইয়াই পরম সুখে কাল যাপন করুণ।"

যুবা কহিলেন, "সুন্দরি! হতভাগ্যের এজনমের সুখ, এজনমের জন্য চন্দ্রমা বিচ্ছেদ সাগরে বিলীন হইয়াছে। জীবিত থাকিতে আর আমার

সুখ কি ? মরিলে যদি কখন চন্দ্রমার দর্শন পাই—তবেই সুখ। অথবা তাহাতেও নাই, কারণ চন্দ্রমা এখন ভিন্ন কুলের বধূ হইয়াছেন, তিনি অপবাধিকে পরপতি ভাবিয়া পর্শ না কবিলেও না করিতে পারেন।”

সুন্দরী। “মহাশয়! আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া এখন আপনকার প্রিয়তমার প্রিয়দর্শনে রত হউন।”

যুবা। “সুন্দরি! চন্দ্রমাকে আমি কেমন করিয়া ভুলিব? যাঁহাকে পাইবার উপায় নাই, তাঁহাকে মনেকরা অনুচিত ভাবিয়া চন্দ্রমাকে কখন কখন ভুলিতে চাই বটে, কিন্তু পারিনা। চন্দ্রমাকে ভুলিব মনে করিলে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়। চিন্তা দ্বারকে অবরুদ্ধ করিয়া যদি কখন কার্য্য পরম্পরায় ব্যাপৃত থাকি, অমনি সেই বিধুনিন্দি রূপিনী দ্রুত-বেগে আসিয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করত আমার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তখন যে অবস্থার কার্য্য সেই অবস্থাতেই থাকে, অমনি সেরূপ ভাবিতে ভাবিতে, খুজিতে খুজিতে, অদর্শনে কান্দিতে কান্দিতে, চিন্তাসাগরে ডুবিয়া যাই। বিবাহ সমাপনান্তরে নয়নে নয়নে সঙ্গতিহেতু যখন আমার পরিনীতার বদনবুগ অবলোকন করিতে গেলাম, অমনি চন্দ্রমা আসিয়া যেন আমার নয়ন পথে দাঁড়াইলেন, তখন আর কিছুই দেখিতে পাইলামনা, চক্ষে জল অসিল, মাথা ঘুরিল।”

সুন্দরি “আমি দেখাইলে আর সেরূপ হইবে না” বলিয়া, পাত্রিকে বরের সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন, যুবা পাত্রির মুখপানে তাকাইলেন, তাকাইয়াই স্বপ্ন জ্ঞান করিলেন, দেখিলেন চন্দ্রমা! চন্দ্রমার কমস্বরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল, তিনি প্রেমদার দিকে তাকাইয়া প্রেমগদগদস্বরে বলিলেন, “প্রিয়ম্বদে! এ ঘটনা কাহার রচিত?”

প্রেমদা বলিলেন, বিধাতার।, অন্যান্য মহিলাগণ ইহার কিছুই শুনিতেন না. তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন কিন্তু কিছুই বুঝিলেন না— অথবা সময়ও পাইলেন না, পরক্ষণেই পশ্চাৎ হইতে ময়াবতীর বামাকণ্ঠেগান বাহির হইল—

"এবার শিকলিকাটা পাখী সখি, হবেছি
এখন ; হৃদ্‌পিঞ্জরে, বাধ এঁরে, করিয়ে যতন।
অহরহ সযতনে, দেখ নয়নে, নয়নে,
কি জানি কোন্ কুঞ্জবনে করিবে গমন।"

মায়াবতীর গান থামিল। চন্দ্রমা প্রিয় পতিকে অনেক দিনের পর অবলোকন করিয়া, বাতবিচলিত জলধিযানের তীরদর্শনবৎ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অবলোকন করিয়া, তাহার মনোমধ্যে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল, নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল, তিনি উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ভাবগোপনে থাকিলেন। কিন্তু, সে গোপনভাবটি মায়াবতী বুঝিতে পারিল, অবোধ মায়াবতীর গান থামিল না, মায়াবতী গাইল ;—

"প্রেম সাগরেতে সই, এবার ভাসিল তরণী।
ওকুল ললনা, ত্বরিতে বলনা,
আর কি ভাবনা—ভাবলো সজনী ;
তরিতে তরিতে, চড়না ত্বরিতে, নাবিকে
তরা'তে হও—না হয় পাটনী।"

মায়াবতীর গান থামিলে যুবা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "সুন্দরি! আপনারা কেমন করিয়া এখানে আসিলেন।"

প্রেমদা বলিলেন, "আপনকার খুল্লতাতের মতের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি আমা দিগকে যখন পত্র লিখিলেন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা চিন্তা

সাগরে নিমগ্ন হইলাম, ভাবিলাম, পল্লীগ্রাম নিবাসীদের রুচির অনুরূপ করিতে চন্দ্রমাকে যদিও 'কালীমা' করিতে না পারি, তথাপি পল্লীজা বলিয়া পরিচয় দিতে ছাড়িব কেন? এই স্থির করিয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামে আসিতে কোন কষ্টও হইল না। কারণ এই জঙ্গল-পাড়াই চন্দ্রমার পিতৃভূমী, কেবল পিতার অভাবেই বিদেশ হইয়াছিল। চন্দ্রমার পিতা যদিও চন্দ্রমাকে দান করিলেন না বটে, কিন্তু তদাভাবে, পিতৃভূমীতেই দান-কার্য্য শেষ হইল। অধিক কি বলিব ইহার পিতৃবিয়োগান্তে ইহাঁর জননী কলিকাতায় আমার বাটীতে গৃহস্বামিনী রূপে বাস করিতেন। কলিকাতায় যে বাটীতে আপনি একবার উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই এই হতভাগিনীর বাটী।"

এইরূপে বিষাদের পরে হর্ষের উদয় হইল। সুখের সময় অচিরস্থায়ি, সুতরাং সুখের বাত্রে অধিক ক্ষণ থাকিল না শীঘ্রই প্রভাত হইল।

উপসংহার।

উদিল তপন, মুদিল নয়ন,
কৌমুদী ঠেকিয়া দায় ;
যে ছিল মলিনী,— ফুটি সে নলিনী,
আহ্বানিল অলিকায়।
আঁখি অচেতন ছিল, সচেতন
হইল প্রভাত হেরি ;
গাইল সানাই, "উঠরে কানাই,"
ঝাঁকে ঝাঁকিল ভেরি।
চিলমিল চিল, কুহকে কোকিল,
পসারী চলিল হাটে,
স্কন্ধে করি হল, কৃষাণ সকল,
দ্রুতপদে ধায় মাঠে।
বাহুকাদি জন, করিয়া সাজন,
"কন্যাবিদায়ি"তে বলে,
সাবদা, বরদা, শুখদা, প্রেমদা
বাস' বিবাহিতে চলে।
'বিয়ে' সমাপিয়ে— কন্যাপাত্রে নিয়ে,
প্রমদা করিল গতি,
ঠেকিয়া সঙ্কটে, ফলার নিকটে—
বসিল পতিনী পতি :
বিচ্ছেদ তরাস্, না উঠে গরাস্,
কন্যা ফুঁস্ ফাঁসি কাঁদে ;
প্রেমদা বুঝায়, ইচ্ছা যেন হায়,
নদী বাঁধে বালি বাঁধে।
হরি-হরি-হরি, মরি মরি মরি,
বিদায়ের কাল এলো ;
মৃদু কণ্ঠ রবে— কান্দে বামাসবে,
মায়াবী' কান্দিল ভেলো।

'মাতুলানি ও মা,' ত্যজিয়া চন্দ্রমা—
চলিল বিদেশে একা;
অঞ্চলের-ধন, বিদায়ি' তখন—
প্রেমদা হইল ভেকা।
পড়িয়া ধরায়, কান্দে উভরায়—
বৃদ্ধা এলাইত কেশে;
ভুলি হাসি ঘটা, ক্রন্দনের ছটা
আরম্ভ হইল শেষে।

বিদায় কার্য্য পরিসমাপিত হইল, অনন্তর সামুদ্র-রতন, নান্দন-পারিজাত, সারস-পঙ্কজ গাগণ-চন্দ্রমা, 'মানস কুসুম', 'চন্দ্রমা,' নৈদাঘী নব-মল্লীকা অথবা মন্মোহনের অভিলসিত প্রিয়তমা, বসুভবনে আসিয়া শশ্রূর নিকটে তনয়া নির্ব্বিশেষে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকল গৃহে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল—না হয় পাঠকের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সমাপিত হইল। বিবাহ বিবরণই উপন্যাস বেত্তার অত্যুক্তি, অধিক লিখিলে ধৃষ্টতা হইবে।

সমাপ্ত।

গ্রন্থমধ্যস্থ *, †, ‡, ◦, ২ প্রভৃতি চিহ্নিত গান গুলির তালও রাগিণী নিশ্চয় করিয়া লেখা হইল না। গাহক পরম্পরা নিজ নিজ মতানুসারে সাধিয়া লইবেন।

গ্রন্থকার।